"থাকব ভালো, রাখব ভালো দেশ
বৈধ পথে প্রবাসী আয়-গড়ব বাংলাদেশ"

শ্রম অভিবাসন প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম অভিবাসন প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.probashi.gov.bd

শ্রম অভিবাসন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব ইমরান আহমদ, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

নির্দেশনায়

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন

সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আহ্বায়ক

ড. নাসিম আহমেদ

যুগ্মসচিব, গবেষণা ও নীতি

সদস্য

ড. নাশিদ রিজওয়ানা মনির

উপসচিব, আইন প্রণয়ন শাখা

মির্জা শাকিলা দিল হাছিন

উপসচিব, শ্রমবাজার গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা

সন্দীপ কুমার সরকার

উপসচিব, অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০২৩

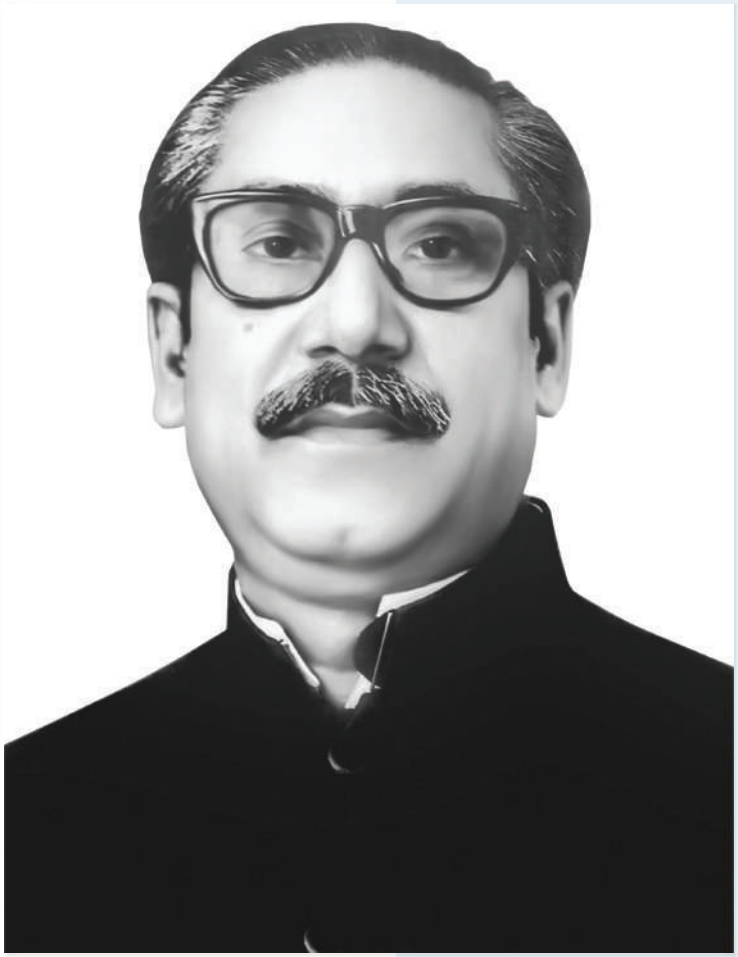

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও নীতি অনুবিভাগ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র আওতায় "শ্রম অভিবাসন প্রতিবেদন ২০২১-২২" প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের সাথে সমঝোতা সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বাংলাদেশি কর্মী গমন শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৭৪টি দেশে ০১ কোটি ২০ লক্ষ প্রবাসী কর্মী কর্মরত রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও সময়োপযোগী গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯,৬৬,৫০৫ জন ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১০,৩০,৮১৮ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পর্যায়ে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষকর্মী তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে টিটিসি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০টি উপজেলায় টিটিসি স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৪টি উপজেলায় এবং পরবর্তীতে আরো ২ টি টিটিসি উদ্বোধনসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮,১৭,৭২৬জন পুরুষ ও ৩৮,৫৭৯জন মহিলা সর্বমোট ৮,৫৬,৩০৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ প্রাক বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) এর সনদ প্রদান করা হয়েছে।

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে অভিবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে সরকার ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে ২% প্রণোদনা প্রদান করে আসছে এবং বিগত অর্থবছর থেকে ২.৫% এ উন্নীত করেছে। সরকারের এ সকল পদক্ষেপের ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বৈধ চ্যানেলে প্রায় ২১.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে সরকার বিদেশ গমনেচ্ছু ও প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা চালু করেছে। বর্তমানে ৫ বছর মেয়াদী এক হাজার টাকা প্রিমিয়ামে ১০ লক্ষ টাকার বীমা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের জন্য ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে বিনিয়োগ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। করোনাকালীন বিদেশফেরত কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের নিমিত্ত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে একটি পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২ লক্ষ কর্মীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

পরিশেষে বিভিন্ন দেশে আরও বেশী সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণপূর্বক তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয়বর্ধক এবং লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় দেশের দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সর্বোপরি আমি দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত সকল অভিবাসী কর্মীদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ইমরান আহমদ, এমপি

সিনিয়র সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র আওতায় "শ্রম অভিবাসন প্রতিবেদন ২০২২-২৩" প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন নিশ্চিত করতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা বেগবান করার লক্ষ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মন্ত্রণালয় নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করা হচ্ছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি, বৈদেশিক শ্রম চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। রেমিট্যান্সের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের নিজ মাতৃভূমিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং ওজেয় আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিএমইটি পরিচালিত ৬টি আইএমটি ও ৯১টি টিটিসি এবং ৪২ টি ডিএইএমও'র মাধ্যমে বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ কর্মী তৈরীতে নতুন নতুন ট্রেড সংযোজনসহ প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে টিটিসি নির্মাণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। "৪০টি উপজেলায় টিটিসি স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৪টি উপজেলায় টিটিসি উদ্বোধনসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি টিটিসি নির্মাণের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় টিটিসি নির্মাণ করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত ১০টি এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে IOM এর সহায়তায় Activities, Timeline, Implementing Pattens উল্লেখপূর্বক Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৩ সালের আইনটিকে যুগোপযোগী করতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (সংশোধিত), ২০২২' চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ, এনজিও, সিএসও, রিক্রুটিং এজেন্ট ও অভিবাসী কর্মীদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। করোনাকালীন বিদেশ ফেরত প্রবাসী কর্মীদের পুন:একত্রীকরণে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২ লক্ষ কর্মীকে রেফারেল ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

শ্রম অভিবাসন প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও নীতি অনুবিভাগসহ অন্যান্য সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন

যুগ্মসচিব

গবেষণা ও নীতি অনুবিভাগ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অর্থনীতিতে অভিবাসন ও অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশ্বের ১৭৪টি দেশে ১.২০ কোটির অধিক বাংলাদেশী কর্মী দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করছেন। অভিবাসন সেক্টরে বর্তমান সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপসমূহের কারণে করোনা মহামারি পরবর্তী বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পেরেছেন। সংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বের অভিবাসীদের উৎস (origin) হিসেবে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসী কর্মীদের জন্য নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, নিয়মিত, দায়িত্বশীল ও নৈতিক অভিবাসন প্রক্রিয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি, প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী মানব সম্পদ তৈরি, এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/প্রবিধির সংশোধন, আন্তর্জাতিক ডায়লগে অংশগ্রহণ প্রভৃতি এ প্রক্রিয়ার অংশ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর গবেষণা ও নীতি অনুবিভাগ ২০২১-২২ অর্থ বছরের শ্রম অভিবাসন প্রতিবেদন প্রকাশের কাজ সমাপ্ত করেছে। উক্ত কাজে সহায়তা প্রদানকারী মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশে এ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়কে তাঁদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও অনুপ্রেরণার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

উক্ত প্রতিবেদনটি অভিবাসন সেক্টরের সাথে জড়িত নীতি-নির্ধারক, নীতি বাস্তবায়নকারী, অংশীজন ও গবেষকদের কাজে সহায়ক হবে মর্মে আশা করি।

ড. নাসিম আহমেদ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্দেশ্য হলো প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ। রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুসারে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণে বাংলাদেশ সংকল্পবদ্ধ। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর বিএমইটির আওতাধীন ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী, ৯১ টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)সহ মোট ৯৭ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫ টি ট্রেডে এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। টিটিসিগুলোর আধুনিকায়নসহ বিশ্বের চাহিদা ও মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কারিকুলামের মানন্নোয়ন এবং দক্ষতা সনদ আন্তর্জাতিকভবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য ব্যপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮,১৭,৭২৬জন পুরুষ ও ৩৮,৫৭৯জন মহিলা সর্বমোট ৮,৫৬,৩০৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ প্রাক বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) এর সনদ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দক্ষ কর্মী- ১,৯৭,১৯৫ জন, স্বল্প দক্ষ কর্মী- ২৪,৩৪৩ জন, পুরুষ কর্মীর সংখ্যা-৮,৬১,২৬৩ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা- ১,০৫,২৪২ জনকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া সরকারী রিক্রুটিং এজেন্সী বোয়েসেলের মাধ্যমে ৯৩ জন পেশাজীবী বিদেশে গমন করেছেন।

ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে নবনির্মিত ২৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনসহ নতুন মোট ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং ১৪টি কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক দক্ষ কর্মী বিদেশে চাকুরীর সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নগদ প্রণোদনার পরিমাণ ২.৫% নির্ধারণ করায় বৈধপথে রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে দেশসমূহের কর্মসংস্থানে পরিস্থিতি ও চাহিদা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আলবেনিয়া, মাল্টাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে নতুন শ্রমবাজার খোলার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণের জন্য মন্ত্রণালয়ের কেনিয়া, তাজিকিস্তান ও গায়েনার শ্রমবাজারে অনুসন্ধানী গবেষণার পর এখন সেখানে কর্মী প্রেরণের চেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে গ্রীসে মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। বাহরাইন ও সৌদি আরবে অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরাপদ অভিবাসনের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী তথা দালালচক্রের দৌরাত্ম্য একটি অন্যতম সমস্যা। এ প্রেক্ষিতে মধ্যস্বত্বভোগী তথা দালালচক্রের দৌরাত্ম্য নিরসনে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ সংশোধনপূর্বক “সাব-এজেন্ট” বা “প্রতিনিধি”-কে সংজ্ঞায়িত করাসহ তাদের নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লিখিত সংশোধনের ফলে পূর্বে যাদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হতো, তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। নিবন্ধিত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেউ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কাজ করতে পারবেন না বিধায় প্রতারণা অনেকাংশে বন্ধ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিদেশ থেকে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের যথাযথভাবে পুন:একত্রীকরণ করা এ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পণাতেও এ মন্ত্রণালয়ের উপর উক্ত দায়িত্বটি অর্পন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক National Reintegration Policy for Migrants, 2023 প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ের রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য ইতোমধ্যে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) শীর্ষক প্রকল্প চলমান আছে।

রূপকল্প -২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় অধিক গতিশীলতা আনয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
অধ্যায়-০১	মন্ত্রণালয় পরিচিতি পটভূমি ভিশন ও মিশন কৌশলগত উদ্দেশ্য লক্ষ্য Allocation of business অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ উইং ও দপ্তর/সংস্থাসমূহ	১৪-১৮
অধ্যায়-০২	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	২১-২৮
অধ্যায়-০৩	বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রবাহ	২৯-৩১
অধ্যায়-০৪	শ্রমবাজার গবেষণা	৩২-৩৮
অধ্যায়-০৫	বহির্বিশ্বে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান	৩৯-৫৭
অধ্যায়-০৬	কোভিড -১৯ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত শ্রম অভিবাসন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৫৮-৬০
অধ্যায়-০৭	শ্রম অভিবাসনে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সংস্কার/উদ্ভাবনে সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহ	৬১-৬৬
অধ্যায়-০৮	শ্রম অভিবাসনে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংযোগ	৬৭-৬৮
অধ্যায়-০৯	শ্রম অভিবাসনের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়	৬৯-৮০

অধ্যায়

১

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

রূপকল্প (Vision):

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. দক্ষ জনবল তৈরি;
২. প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ;
৩. রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি;
৪. বৈদেশিক কর্মসংস্থান এর নতুন নতুন ক্ষেত্র ও স্থান চিহ্নিতকরণ।

লক্ষ্য

রূপকল্প -২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় অধিক গতিশীলতা আনয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীতকরণে।

Allocation of Business অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

[1][42] MINISTRY OF EXPATRIATES' WELFARE AND OVERSEAS EMPLOYMENT

1. welfare of Bangladeshi expatriates and protection of their rights.
2. Complaint of expatriates and their redress.
3. Facilitation of investment by expatriates in Bangladesh.
4. Projects for the participation of expatriates in economic and social welfare activities in Bangladesh.
5. Registration of recruiting agencies.
6. Overseas employment at all leaves.

[2][6A. Training and skill development relating to overseas employment.]

7. Matters relating to Bangladesh Overseas Employment Service Limited.
8. Organisations and Companies in the public sector dealing with overseas employment including BMET.
9. Administration of Labour Wing in Bangladesh Missions abroad and appointment of officers and staff there of.
10. Administration of Wage Earnes' Welfare Fund.
11. Promotion of Bangadeshi culture among Expatriates abroad.
12. Liaison with Associations of Bangladeshi abroad.
13. Secretarial administration including financial matters.
14. Administration and control subordinate offices and organisations under this Ministry.
15. Liaison with international Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry
16. All laws on subjects allotted to this Ministry.
17. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
18. Fees in respect of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts]

Note:—[1]Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-/2/2001-Rules/156, Dated 20 December 2001 & S.R.O No.231-Law/2008-CD-4/52008-Rules, Dated 24 July 2008.

[2]Amended vide S.R.O No. 224-Law/2010, Dated 20 June 2010.

মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রচলিত শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখাসহ নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন/সংশোধন;
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধান;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন;
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান;
- বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
- প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণ;
- বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ উইং ও দপ্তর/সংস্থাসমূহ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/ হাইকমিশন/ কনস্যুলেট জেনারেল ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবা প্রদান করা হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ মূলত নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেঃ

১) নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি ও বিদ্যামান শ্রমবাজারের সম্প্রসারণ;

২) বিদেশে নিয়োগকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৩) অভিবাসী কর্মীদের কর্মপরিবেশ, সুবিধা ও সমস্যাবলী সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ;

৪) অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহ পরিচালনায় আইনগত সহায়তা প্রদান;

৫) বিদেশে কারাদন্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি কর্মীদের বিবরণ সরকারের নিকট প্রেরণ এবং কারাভোগরত কর্মীদের আইনানুগ সহায়তা প্রদান;

৬) যে সকল অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে তাদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণ এবং নিয়োগকর্তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়;

৭) সংশিষ্ট দেশে বাংলাদেশি কর্মীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরকারের নিকট নিয়মিত তথ্য প্রেরণ;

৮) বিদেশে আটককৃত বা বিপদগ্রস্ত কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান।

শ্রম কল্যাণ উইংয়ের তালিকাঃ

অঞ্চল	শ্রম কল্যাণ উইং
এশিয়া	আবুধাবী, দুবাই-সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, দোহা-কাতার, টোকিও-জাপান, সিউল-সাউথ কোরিয়া, মাস্কাট-ওমান, রিয়াদ, জেদ্দা-সৌদি-আরব, মানামা-বাহরাইন, কুয়ালালামপুর-মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বন্দরসেরী বেগওয়ান-ব্রুনাই, বাগদাদ-ইরাক, আম্মান-জর্ডান, মালে-মালদ্বীপ, ব্যাংকক-থাইল্যান্ড, হংকং, বৈরুত-লেবানন
আফ্রিকা	কায়রো-মিশর, ত্রিপলী-লিবিয়া, পোর্ট লুইস-মরিশাস, প্রিন্টোরিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
ইউরোপ	জেনেভা-সুইজারল্যান্ড, রোম-ইতালি, মিলান-ইতালি, এথেন্স-গ্রীস, মাদ্রিদ-স্পেন, মস্কো-রাশিয়া, বুখারেস্ট-রুমানিয়া
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)

ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠিত হলে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ২০১৩ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ অনুযায়ী একটি পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ পাসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন করা হয়। ১৬ সদস্যের একটি পরিচালনা পরিষদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা পরিষদের (বোর্ড) সভাপতি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক পরিচালনা পরিষদের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL)

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বার্থ সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে চাকরির নিরাপত্তা ও কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

প্রবাসী কল্যাণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ও ব্যক্তিগত আগ্রহের ফসল এই ব্যাংক। বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশি কর্মক্ষম বেকার জনশক্তিকে সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে জারিকৃত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) দ্বারা ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১১ সালের ২০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। সৃষ্টিলগ্নে এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১০০ (একশত) কোটি টাকা। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধন ৪০০ (চারশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকার ২০ (বিশ) কোটি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ৩৮০ (তিন শত আশি) কোটি টাকা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করেছে। তফসিলি ব্যাংকের সুবিধা মানুষের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শাখা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স আনয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ১০২ টি শাখা রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ ব্যাংকের আরও ১৮ টি শাখা উদ্বোধন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

অধ্যায়

২

২.১ - বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৭৪টি দেশে এক কোটি বিশ লক্ষ প্রবাসী কর্মী কর্মরত রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও সময়োপযোগী গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের কারণে ২০২০ সাল থেকে কোভিড-১৯ অতিমারির পর বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে এগিয়ে চলছে। গন্তব্য দেশসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সহযোগিতার ফলে কোন দেশেই বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যায়নি। সরকার নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে সচেষ্ট রয়েছে। শীঘ্রই বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সামগ্রিক চিত্র স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসবে।

২.২ - জেলাভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, ২০২১-২২

জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬১৬৮৯	মুন্সীগঞ্জ	২২৬২২	কুষ্টিয়া	৮১৮৫	খুলনা	৪০৯৩
কুমিল্লা	১০০৪৬৮	নারায়ণগঞ্জ	২০৯৩৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৯৭০	রাজশাহী	৪০০৭
চট্টগ্রাম	৫১৭৫৫	গাজীপুর	১৮৮৬৮	গোপালগঞ্জ	৭০৩৬	ঝালকাঠি	৩৫৬০
চাঁদপুর	৪১৯৮৩	মাদারীপুর	১৬৪৩২	বরগুনা	৬৩১২	জয়পুরহাট	৩৩৫৬
নোয়াখালী	৪১৪৭০	মানিকগঞ্জ	১৬০৩৫	পিরোজপুর	৬০২৪	কুড়িগ্রাম	৩১৭২
কিশোরগঞ্জ	৩৮৩৯৫	বগুড়া	১৩২৪৫	মেহেরপুর	৫৬৮০	রংপুর	২৭৯২
টাঙ্গাইল	৩৬৯৬৫	শরীয়তপুর	১২৫৩১	নেত্রকোনা	৫৫৫৩	দিনাজপুর	২৪৮৭
নরসিংদী	৩৩৫৪৫	কক্সবাজার	১২২৫৫	সিরাজগঞ্জ	৫৫৪৪	শেরপুর	২০৯১
ঢাকা	৩১৩৫০	বরিশাল	১১৯০৫	চুয়াডাঙ্গা	৫১৮২	ঠাকুরগাঁও	১৭৩৩
সিলেট	২৯৯৪৮	জামালপুর	৯৫৯৫	নড়াইল	৪৭৭২	নীলফামারী	১৫৫৫
লক্ষ্মীপুর	২৮৬৭৫	যশোর	৯৫৮১	সাতক্ষীরা	৪৫৪৪	খাগড়াছড়ি	১৩১২
হবিগঞ্জ	২৭১৭৬	ভোলা	৯৫৭২	বাগেরহাট	৪৪৬৬	রাঙ্গামাটি	৮৩৫
সুনামগঞ্জ	২৪১৯৯	নওগাঁ	৯৫২৫	পটুয়াখালী	৪২৮০	লালমনিরহাট	৭২৮
ময়মনসিংহ	২৩৯০৭	রাজবাড়ী	৯২০৭	নাটোর	৪২১১	পঞ্চগড়	৬৮৩
ফরিদপুর	২৩৬৫৫	ঝিনাইদহ	৮৯১৮	গাইবান্ধা	৪১৮০	বান্দরবান	৬৫৮
ফেনী	২২৮২৮	পাবনা	৮২৪৮	মাগুরা	৪১২৯		
						সর্বমোট=	৯,৪৮,৬১১

[তথ্যসূত্র: বিএমইটি, ২০২২]

২.২ - জেলাভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, ২০২০-২১

জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন
কুমিল্লা	৩৩০৬৬	ফরিদপুর	৬৮৩৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৪০৪	সাতক্ষীরা	৯১০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২২০৫২	মানিকগঞ্জ	৫৩৭৪	মেহেরপুর	১৭১৫	পটুয়াখালী	১০১৮

জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন
টাংগাইল	১১৯৫৪	সুনামগঞ্জ	৫৯৫৭	রাজবাড়ী	২০৭৭	জয়পুরহাট	৭৬৮
চট্টগ্রাম	১০৬০৪	মৌলভীবাজার	৪৭২৬	সিরাজগঞ্জ	১২৮৪	নড়াইল	৮৮৭
ঢাকা	১০৭২২	ফেনী	৬৪২৯	ভোলা	২১৩২	ঝালকাঠি	৮৭২
চাঁদপুর	১২৪১৫	বগুড়া	৪০৫৯	চুয়াডাঙ্গা	১১৭৯	কুড়িগ্রাম	৭৯৯
কিশোরগঞ্জ	১০৪০০	বরিশাল	২৯৬৯	গাইবান্ধা	১২৩৫	রংপুর	৭২৯
নরসিংদী	১১০৯০	পাবনা	২১২৭	পিরোজপুর	১৬১৫	দিনাজপুর	৬৬৩
নোয়াখালী	১১৪১৬	কক্সবাজার	৩২০১	নেত্রকোণা	১৩৬১	শেরপুর	৫৯১
ময়মনসিংহ	৬১৯৩	কুষ্টিয়া	২০৪৫	বরগুনা	১৩৯৬	নীলফামারী	৩৭৭
সিলেট	৬৯৯৬	ঝিনাইদহ	২২২৭	রাজশাহী	৯২৪	ঠাকুরগাঁও	৪২৪
গাজীপুর	৫৯২১	যশোর	২১৫৫	নাটোর	৯৫৫	খাগড়াছড়ি	২৮১
হবিগঞ্জ	৬৭৯৮	শরিয়তপুর	২৯৪১	মাগুরা	১০২৬	লালমনিরহাট	১৮২
নারায়ণগঞ্জ	৬৫২৯	নওগাঁ	২৫৭৫	গোপালগঞ্জ	১৩৯৬	পঞ্চগড়	১৫৯
মুন্সিগঞ্জ	৬৭৫৩	মাদারীপুর	৩৭৭৮	খুলনা	৯৩৫	রাঙ্গামাটি	১৭৫
লক্ষ্মীপুর	১৪৩৮৫	জামালপুর	২১৪৬	বাগেরহাট	৯১০	বান্দরবান	১৩৪
						সর্বমোট=	২,৭১,৯৫৪

[তথ্যসূত্র: বিএমইটি, ২০২১]

২.৩। দেশভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, ২০২১-২২

দেশের নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	দেশের নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	দেশের নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	দেশের নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান
সৌদি আরব	৬৫৩৪১৪	লেবানন	৪৩০	হংকং	৭৪	বতসোয়ানা	১৯
ওমান	১১৯৭২৯	সাইপ্রাস	৩৯৯	ইউক্রেন	৭৪	চাদ	১৯
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৮৩৬৫৬	কানাডা	৩৯৫	মোজাম্বিক	৬৩	কিরগিজ প্রজাতন্ত্র	১৯
সিঙ্গাপুর	৪৪৭৫৫	সোয়াজিল্যান্ড	৩১৩	পাপুয়া নিউ গিনি	৬১	বসনিয়া-হার্জেগোভিনা	১৮
কাতার	১৮৩১৪	বলিভিয়া	২৭৩	আইভরি কোস্ট	৫৩	পাকিস্থান	১৬
জর্ডান	১৫৭৬৪	সার্ভিয়া	২৪১	দক্ষিণ সুদান	৫১	অ্যাঙ্গোলা	১৫
কুয়েত	৮০৮৫	যুক্তরাজ্য	২৩৯	স্লোভেনিয়া	৪৭	গ্যাবন	১৪
রোমানিয়া	৫৫৩৩	কঙ্গো	২৩৭	জার্মানি	৪৩	সলোমান দ্বীপপুঞ্জ	১৪
মরিশাস	২৪২১	জাপান	২১০	সুইডেন	৪০	গায়ানা	৫৮১
কোরিয়া (দক্ষিণ)	২৩৮৩	ব্রুনাই দারুসসালাম	২০৯	ইথিওপিয়া	৩৭	পোল্যান্ড	৫০৬
মাল্টা	১৭১৩	সোমালিয়া	১৬৭	চেক প্রজাতন্ত্র	৩৫	সুদান	৮০
ইতালি	১২৭২	আলজেরিয়া	১৩৪	জিবুতি	৩৪	শ্রীলংকা	৭৬
কম্বোডিয়া	১১১৩	হাঙ্গেরি	১১৬	ইকোয়েটরিয়াল গিনি	৩০	ইকুয়েডর	২৪
আলবেনিয়া	৯০০	মালয়েশিয়া	১০২	ইয়েমেন	২৮	নাইজেরিয়া	২২
সিশেলস	৭৮২	পর্তুগাল	৯৫	লাওস	২৭		
ক্রোয়েশিয়া	৭০৭	ফিজি	৯৩	নেদারল্যান্ডস	২৫		
						সর্বমোট=	৯,৬৬,৩৩৯

[তথ্যসূত্র: বিএমইটি]

২.৪। ট্রেড ও দক্ষতা ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যান:

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুসারে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণে বাংলাদেশ সংকল্পবদ্ধ। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-এর আওতাধীন ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী, ৮৯ টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)সহ মোট ৯৫ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এসব কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। টিটিসিগুলোর আধুনিকায়নসহ বিশ্বের চাহিদা ও মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কারিকুলামের মানন্নোয়ন এবং দক্ষতা সনদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য করার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভর্তিচ্ছু প্রশিক্ষণার্থীরা যেকোন স্থান থেকে অনলাইন প্রক্রিয়ায় তাদের পছন্দ অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে অনলাইনের মাধ্যমে সনদপত্র গ্রহণ করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮,১৭,৭২৬জন পুরুষ ও ৩৮,৫৭৯জন মহিলা সর্বমোট ৮,৫৬,৩০৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ প্রাক বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) এর সনদ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দক্ষ কর্মী- ১,৯৭,১৯৫ জন, স্বল্প দক্ষ কর্মী- ২৪,৩৪৩ জন, পুরুষ কর্মীর সংখ্যা-৮,৬১,২৬৩ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা- ১,০৫,২৪২ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া সরকারী রিক্রুটিং এজেন্সী বোয়েসেলের মাধ্যমে ৯৩ জন পেশাজীবী বিদেশে গমন করেছেন।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশগামী কর্মীদে দক্ষতাভিত্তিক পরিসংখ্যান:

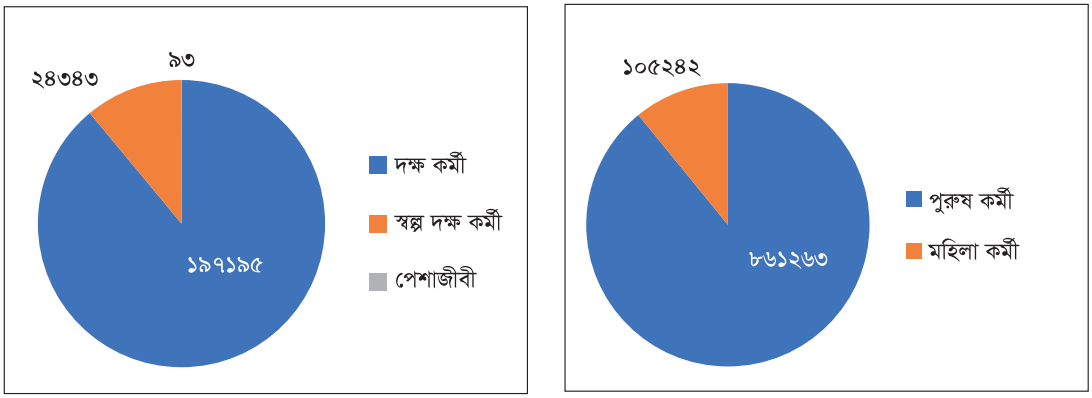

চিত্র: বিদেশে দক্ষতাভিত্তিক কর্মী প্রেরণের হার

২.৫। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বোয়েসেলের মাধ্যমে প্রেরণকৃত কর্মীর দেশ ও পেশাওয়ারী তথ্য নিম্নে ছকে প্রদান করা হলো:

দেশ	জেন্ডার	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	মোট পুরুষ কর্মী	মোট নারী কর্মী	মোট দক্ষ কর্মী	মোট পেশাজীবী কর্মী	মোট কর্মী প্রেরণ
জর্ডান	পুরুষ	৪১	১৬	৫০		১৩				৩৩	৫	৩৪	১৯২	৬২০৪	৬৩৯৬		৬৩৯৬
	মহিলা	৭৫৯	৭৮৬	৭৯৬	৫৯৩	১৪৮	১২০	১০১	৫২৪	৯৮৯	৫০৪	৮৮৪					
হংকং	পুরুষ	-	-	-	-								-	৭	৭		৭
	মহিলা	১	-	১	-	-	১	১	১	১		১					
দক্ষিণ কোরিয়া	পুরুষ	৩৩৬	৫৭৬	২৭২	৩৯১	৯১৩	১১৪৫	৪৪৪	৪৬০	৬২২	৪৫১	৭৬৩	৬৩৭৩	১৬	-		৬৩৮৯
	মহিলা	১	-	-	-	-	-		১৫								
মালয়েশিয়া	পুরুষ	-	-	-	-	৯০	২৩৯	১৫৪	৮১	৩৩	৪১	৮২					
	মহিলা	-	-	-	-	-	-	-	-				৭২০	০	-		৭২০
মরিশাস	পুরুষ	-	-	১৪	-	-	-	২	-				১৬	০	১৬		১৬
	মহিলা	-	-	-	-	-	-	-	-								
সিসেলস	পুরুষ	-	-	-	-	-	২	-	৩				৫	০	৫		৫
	মহিলা	-	-	-	-	-	-	-									
জাপান	পুরুষ	৩	-	-	-	-	-	-					৩	০	৩		৩
	মহিলা	-	-	-	-	-	-										
ফিজি	পুরুষ	-	-	-	-	-	-		৩	৯	৬		১৮	০	১৮		১৮
	মহিলা	-	-	-	-	-	-										
রোমানিয়া	পুরুষ	-	-	-	-	-	১২	৮৮	১০	২৯			১৩৯	০	১৩৯		১৩৯
	মহিলা	-	-	-	-	-	-										
কুয়েত	পুরুষ	৯২	৮১	৪০	১৩২	১১৮	৫৯	১৪	৩২	৪	৫		৫৭৭	৬	৫৮৩	৫৮৩	৫৮৩
	মহিলা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬						
	মোট	১২৩৩	১৪৫৯	১১৭৩	১১১৬	১২৮২	১৫৭৮	৮০৪	১১২৯	১৭২০	১০১৮	১৭৬৪	৮০৪৩	৬২৩৩	৭১৬৭	৫৮৩	১৪২৭৬

[তথ্যসূত্র: বোয়েসেল, ২০২২]

২.৬। বোয়েসেল-এর মাধ্যমে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে শ্রমবাজার সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মালয়েশিয়া

চলতি অর্থবছরে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ বোয়েসেল-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য। বাংলাদেশ হতে বোয়েসেল-এর মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার-এর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও মালয়েশিয়া সরকার-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় “স্পেশাল ওয়ান-অফ রিক্রুটমেন্ট প্রজেক্ট” নামে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ প্রজেক্টের আওতায় বাংলাদেশ হতে বোয়েসেল-এর মাধ্যমে প্লান্টেশন, নির্মাণ ও কারখানাসহ বিভিন্ন খাতে ১০,০০০ (দশ হাজার) কর্মী প্রেরণ করা হবে।

“স্পেশাল ওয়ান-অফ রিক্রুটমেন্ট প্রজেক্ট” আওতায় বোয়েসেল-এর মাধ্যমে কর্মী প্রেরণে অভিবাসন ব্যয় মাত্র ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা।

মালয়েশিয়ার অন্যতম বৃহৎ প্লান্টেশন কোম্পানি ইউনাইটেড প্লান্টেশন (ইউপি) সহ এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৬টি কোম্পানিতে বোয়েসেল ইতোমধ্যে ৭৫৫ জন কর্মীকে মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করেছে। বোয়েসেল-এর মাধ্যমে নির্বাচিত এ সকল সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে কর্মীরা মালয়েশিয়া গমন করছে। মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের প্রথম ফ্লাইট গত ২৯ নভেম্বর, ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়।

রাশিয়া

বাংলাদেশ হতে সরকারিভাবে বোয়েসেল-এর মাধ্যমে জনশক্তি রাশিয়ায় প্রেরণের লক্ষ্যে রাশিয়াস্থ Zvezda Shipbuilding Complex, SSC. LLC কোম্পানির সাথে ২০২১ সাল হতে বাংলাদেশ দূতাবাস, রাশিয়ার সহযোগিতায় যোগাযোগ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রাশিয়ার জাহাজ নির্মাণ শিল্পে রাশিয়াস্থ Zvezda Shipbuilding Complex, SSC. LLC এর সাথে জাহাজ নির্মাণ খাতে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে গত ২৫.০৫.২০২২ খ্রিষ্টাব্দ MoU স্বাক্ষরিত হয়।

উক্ত কোম্পানির একটি প্রতিনিধিদল গত ৩০ অক্টোবর থেকে ০৪ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা সফর করেন। উক্ত সফরে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (নারায়ণগঞ্জ), আনন্দ শিপইয়ার্ড ও ওয়েসটার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড (চট্টগ্রাম) পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদল সফরকালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও সচিব মহোদয়ের সাথে রাশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং পাশপাশি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথেও বাংলাদেশ হতে দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। বোয়েসেল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে বোয়েসেল-এর মাধ্যমে উক্ত কোম্পানিতে কর্মী নিয়োগ, স্বাক্ষরিত চুক্তি, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং আলোচনা শেষে কোম্পানি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

উক্ত কোম্পানি হতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিভিন্ন পদে ৮৮ জনের একটি ডিমান্ড লেটার পাওয়া যায়। ডিমান্ড লেটারের বিপরীতে গত ০৮.১২.২০২২ খ্রিস্টাব্দ কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরবর্তীতে সর্বমোট ৫৩০টি আবেদন পাওয়া যায় এবং কোম্পানির নিকট প্রেরণ করা হয়। কোম্পানি কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে ১৮৬ জনের প্রাথমিক তালিকা ভার্চুয়াল ইন্টারভিউ গ্রহণের নিমিত্ত ইন্টারভিউ এর তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রেরণ করা হয়।

ইন্টারভিউ গ্রহণ শেষে সর্বমোট ৪৭ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয় এবং ৪৭ জন কর্মীর মধ্যে ৩৪ জনের ইনভাইটেশন লেটার পাওয়া যায়। ৩৪ জনের মধ্যে ২৪ জনের সকল কাগজপত্রাদি রাশিয়া দূতাবাস, বাংলাদেশে ভিসা স্ট্যাম্পিং এর জন্য প্রেরণ করা হয় এবং দূতাবাস কর্তৃক তাদের ভিসা ইস্যু করা হয়।

ভিসা প্রাপ্ত ২৪ কর্মীর প্রথম ব্যাচ গত ০৪.০৬.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রাত ১:৪০ ঘটিকায় এমিরাতস এয়ারওয়েজ যোগে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে এবং ৮ জন কর্মীর দ্বিতীয় ব্যাচ গত ১৮.০৬.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রাত ১:৪০ ঘটিকায় এমিরাতস এয়ারওয়েজ যোগে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।

ফিজি

বাংলাদেশ হতে সরকারিভাবে বোয়েসেল-এর মাধ্যমে জনশক্তি ফিজির বিভিন্ন কোম্পানিতে নিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ফিজিস্থ Blueharbour Recruitment Company-এর সাথে শেফ, মেশন, কার্পেন্টার, ড্রাইভার, ওয়েলডার, মেকানিক্স, মেশিন অপারেটর ইত্যাদি প্রেরণের বিষয়ে গত ৩০.০৮.২০২২খ্রিষ্টাব্দ MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং উক্ত কোম্পানিতে শেফ, বাসড্রাইভার, মেশিন অপারেটর, ডিজেল মেকানিক্স, অটো ইলেকট্রিশিয়ান, টেকনিশিয়ান, পাম্প টেকনিশিয়ান ইত্যাদি পদে কর্মী নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়। অনলাইন ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সাথে নির্বাচিত কর্মীর ২/৩ বছর মেয়াদী কন্ট্রাক্ট পেপার স্বাক্ষরের মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিট/ভিসা কার্যক্রম শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, ফিজিতে কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধাপে সর্বমোট ২৩৪ জনের ডিমান্ড পাওয়া যায়। উক্ত ডিমান্ডের বিপরীতে ১৪৭ জন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে ও ২৩ জনের দীর্ঘ মেয়াদী ওয়ার্ক পারমিট/ভিসা ইস্যু হয় এবং তারা ইতিমধ্যে ফিজি গমন করেছে। ৭ জন কর্মীর ওয়ার্কপারমিট/ভিসা পাওয়া গিয়াছে এবং তাদের ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৫২ জনের ওয়ার্ক পারমিট/ভিসা ইস্যুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট কর্মীগণ ওয়ার্ক পারমিট/ভিসা ইস্যুর নিমিত্ত কাগজপত্রাদি প্রস্তুতপূর্বক বোয়েসেল-এ দাখিল করছে।

বুলগেরিয়া (নতুন শ্রমবাজার)

Mizi 96 AD গার্মেন্টস কোম্পানিতে Sewing Machine Operator পদে ৫১ জন গার্মেন্টস কর্মীর চাহিদা রয়েছে। ৩১ জন কর্মীর ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া গেছে। আবাসন, খাবার, চিকিৎসা, বিমান ভাড়া কোম্পানি বহন করবে , চাকুরির চুক্তি ৩ বছর , বেতন ৪৫০-৫০০ মার্কিন ডলার । কর্মীকে ভিসার এর জন্য সশরীরে বুলগেরিয়ান দূতাবাস , নিউ দিল্লী, ভারত যেতে হবে। ৩১ জন কর্মীর ভারতীয় ভিসা প্রক্রিয়াধীন আছে। বোয়েসেল-এর সার্ভিস চার্জ ৫২,৭৫০ টাকা।

২.৭। বোয়েসেল-এর মাধ্যমে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণ

I. কুয়েতে নার্স প্রেরণ

বোয়েসেল এবং কুয়েতস্থ Advanced Technology Company Ges City Group General Trading Company কোম্পানির সাথে কুয়েতের স্বাস্থ্যখাতে স্বাস্থ্যকর্মী প্রেরণের বিষয়ে MoU স্বাক্ষর এবং কোম্পানি হতে ডিমান্ড লেটার প্রাপ্তির পর বোয়েসেল ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে নার্সদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ (গুগল ফর্ম)। আবেদন যাচাই-বাছাই এবং কুয়েতস্থ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও কোম্পানির প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ৮৫৫ জন কর্মী চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কর্মীদের ইতোমধ্যে সর্বমোট ৬৭০ জন নার্স সফলভাবে কুয়েত গমন করেছে এবং কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে। যোগদানকৃত নার্সদের মাসিক বেতন ৯০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা এবং যাওয়া-আসার বিমানভাড়া, থাকা, খাওয়া, কর্মস্থলে যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কোম্পানি বহন করে থাকে।

II. জর্ডানস্থ বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে মেশিন অপারেটর প্রেরণ

বোয়েসেল ২০১০ সাল হতে জর্ডানস্থ বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে স্বল্প/বিনা খরচে কর্মী প্রেরণ করে আসছে। বোয়েসেল জর্ডানস্থ ৪২ টি কোম্পানিতে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ৯৪,১৬৭ জন গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ করেছে এবং এর ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। যাদের মাসিক বেতন প্রায় ২০,০০০/- থেকে ২৫,০০০/- টাকা এবং বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়া এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কোম্পানি কর্তৃক বহন করে থাকে।

III. রোমানিয়ায় কর্মী প্রেরণ :

রোমানিয়াস্থ Sonoma Sports Wear , Europa Fashion Bangladesh এবং বোয়েসেল-এর মধ্যে

কর্মী প্রেরণের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। Europa Fashion Bangladesh এবং রোমানিয়াস্থ Sonoma Sports Wear এর প্রতিনিধি কর্মী নির্বাচন করেছে। পদসমূহ Sewing Machine Operator, Cutting Operator, Factory Manager, Textile Engineer সহ বিভিন্ন পদে বেতন সর্বনিম্ন ৪০০ মার্কিন ডলার হতে সর্বোচ্চ ৫০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত। আবাসন, খাবার, চিকিৎসা কোম্পানি বহন করবে, চাকুরি চুক্তি ২ বছর। বিমান ভাড়া, Europa Fashion-এর সার্ভিস চার্জ, বোয়েসেল-এর সার্ভিস চার্জ (১৮২৪০ টাকা) ভারতে হতে ভিসার ব্যবস্থাসহ মোট খরচ ২,৩১,২৪০ (দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার দুইশত চল্লিশ টাকা) যা কর্মী বহন করবে। এ পর্যন্ত ১৪০ জন কর্মী রোমানিয়া গমন করেছে এবং আরো ১৮২ জন কর্মীর ভিসা প্রক্রিয়াধীন আছে।

২.৮। হংকং-এ ফিমেল ডোমেস্টিক হেলপার (Female Domestic Helper) প্রেরণ:

- হংকং-এ ফিমেল ডোমেস্টিক হেলপার প্রেরণের লক্ষ্যে হংকং-এর Graceful Worker Employment Agency (GWEA)-এর সাথে বোয়েসেল-এর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।
- আবেদনকারীদের GWEA প্রতিনিধি কর্তৃক সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রাথমিক নির্বাচন করা হয়।
- প্রাথমিক নির্বাচিতদের কুমিল্লা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার-এ বোয়েসেল-এর তত্ত্বাবধানে GWEA-এররিসোর্স পারসন দ্বারা ৩ মাস মেয়াদি ক্যান্টনিজ ভাষা ও হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- প্রশিক্ষণ শেষে হংকং-এর নিয়োগকর্তা কর্তৃক অনলাইনে সাক্ষাৎকার-এর ব্যবস্থা করা হয়।
- নিয়োগকর্তা কর্তৃক নির্বাচিতদের GWEA-এর মাধ্যমে জব কন্টাক্ট ও ভিসা প্রসেস করা হয়।
- নিয়োগকর্তা বাসস্থান, খাওয়া ব্যয় বহন করবেন, চাকুরির চুক্তি ২ বছর।
- মাসিক বেতন হংকং ডলার ৪৬৩০ (৫১,০০০/- টাকা প্রায়)।
- এ পর্যন্ত ১৩ জন কর্মী হংকং গমন করেছে।
- বিমান ভাড়া , ৩-৪ মাসের ট্রেনিং খরচ, এজেন্সী ফি মোট ১৫০,০০০/ টাকা এজেন্সী গ্রহণ করে বোয়েসেল-এর সার্ভিস চার্জ ১৫৫১০ টাকা।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে বোয়েসেল-এর সাথে বিভিন্ন দেশের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

১। মালয়েশিয়া মোট ২ টি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

২। রোমানিয়া ১টি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

৩। বুলগেরিয়া ৫ টি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

অধ্যায়

৩

৩.১। রেমিট্যান্স প্রবাহ

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দ্বিতীয় প্রধান উৎস বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২% নগদ প্রনোদনা ঘোষণার প্রেক্ষিতে বৈশ্বিক মন্দা ও কোভিড পরিস্থিতির মাঝেও ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বৈধ চ্যানেলে রেকর্ড প্রায় ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আহরণ করেছে। বর্তমানে নগদ প্রণোদনার পরিমাণ ২.৫% নির্ধারণ করায় বৈধপথে রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২- বিগত ০২ বছরের জিডিপিতে রেমিট্যান্স প্রবাহঃ

ক্রমিক	অর্থ বছর	অর্জিত রেমিট্যান্স (মিলিয়ন ডলার)
০১	২০-২১	২৪৭৭৭.৭১
০২	২১-২২	২১০৩১.৬৮

২০২০-২০২১ অর্থবছরের রেমিট্যান্স পরিসংখ্যান (মিলিয়ন ডলার):

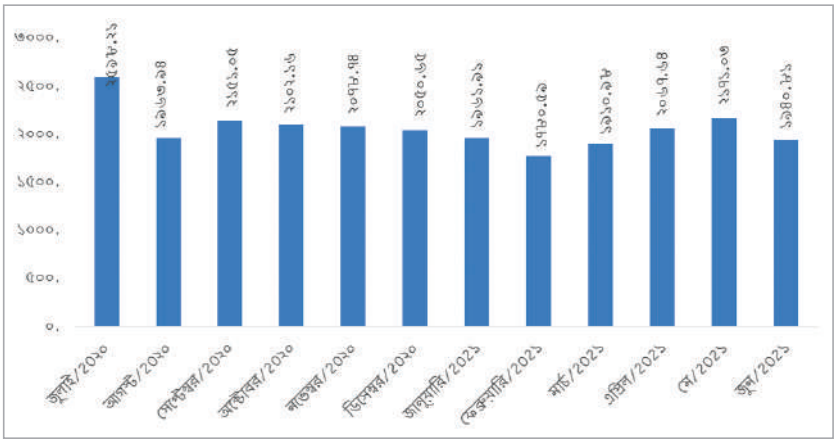

তথ্যসূত্র: বিএমইটি

২০২১-২২ অর্থবছরের রেমিট্যান্স পরিসংখ্যান (মিলিয়ন ডলার)

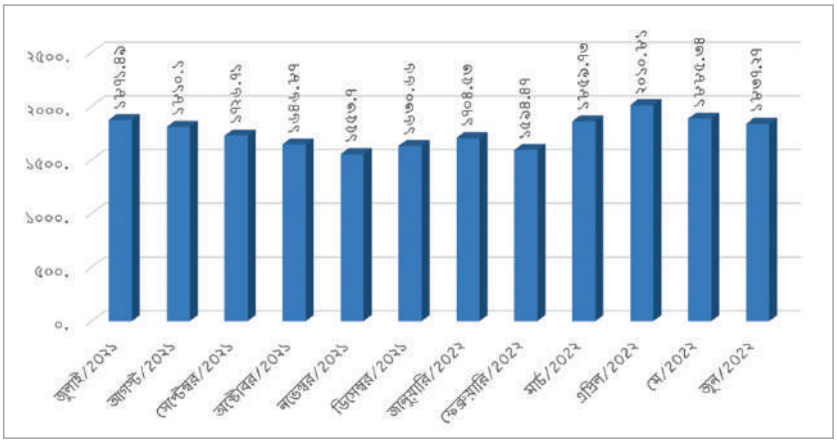

তথ্যসূত্র: বিএমইটি

৩.৩ । দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০২১-২২:

Wage Earners Remittance inflows: Country wise (Monthly Comparative Statement) in 2020-21

Country	July-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-222	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	June-22	Total
Bahrain	46.26	45.71	43.51	40.59	43.97	46.66	47.43	48.85	57.48	49.29	52.01	44.85	566.61
Kuwait	148.84	152.63	140.58	131.15	126.94	140.02	131.28	120.57	144.48	148.07	147.02	157.77	1689.59
Oman	110.02	99.83	81.69	65.01	62.54	61.45	69.10	57.95	74.30	74.30	84.67	56.38	897.40
Qatar	120.47	126.09	109.76	106.91	105.73	115.85	111.77	97.30	119.59	112.96	105.13	114.32	1346.47
KSA	462.38	432.28	409.47	395.68	365.23	368.44	358.15	315.52	377.52	375.83	329.99	349.63	4541.96
UAE	159.18	155.36	131.76	122.54	125.94	120.49	138.90	127.83	184.14	236.19	338.60	230.54	2071.85
Libya	0.23	0.31	0.24	0.24	0.14	0.15	0.23	0.17	0.14	0.18	0.15	0.14	1.33
Iran	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0.11
Australia	9.92	7.8	10.04	11.31	9	9.96	10.88	8.96	13.64	16.72	9.20	11.12	128.54
Hong Kong	1.83	1.75	1.54	1.72	1.29	1.68	1.76	1.17	1.71	1.79	2.56	1.79	20.61
Italy	77.22	90.91	89.97	83.96	73.66	90.6	90.07	70.11	85.88	98.42	101.14	104.99	1054.20
Malaysia	110.77	96.24	83.85	82.01	72.06	76.55	79.29	75.05	81.43	92.61	91.41	80.57	1021.85
Singapore	37.87	37.7	36.06	32.07	26.64	30.46	33.02	28.68	29.77	34.58	29.43	28.95	385.24
UK	159.38	145.85	146.78	143.34	138.64	146.45	193.77	163.04	214.16	238.89	166.46	180.33	2039.23
USA	282.44	277.52	298.22	293.92	271.69	268.37	279.49	235.59	308.82	354.63	273.23	294.26	3438.41
Germany	5.38	6.89	6.68	5.3	5.26	6.35	7.40	6.53	8.08	8.84	7.30	9.50	83.50
Japan	6.05	6.16	5.93	5.06	4.79	6.39	5.76	5.20	5.99	4.88	7.42	5.67	69.29
South Korea	7.16	9.34	8.97	9.36	8.99	12.02	11.75	11.46	12.90	12.20	19.38	11.885	135.46
Others	125.99	117.73	121.66	116.7	111.19	128.77	134.53	118.49	139.70	150.42	120.24	154.61	1540.03
Total	**1871.49**	**1810.10**	**1726.71**	**1646.87**	**1553.70**	**1630.66**	**1704.53**	**1494.47**	**1859.73**	**2010.81**	**1885.34**	**1837.27**	**21031.68**

* Source : Bangladesh Bank(www.bangladesh-bank.org/econdata/wagermidtl.php)

অধ্যায়

৪

শ্রমবাজার গবেষণা

৪.১। গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট গবেষণা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএ'র আওতায় ০৫ টি গবেষণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

৪.২। (১) An Assessment of Basic Services and its Access for the Migrant Workers in Countries of Destination [Global Compact for Migration: Objective-15]

গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর সেফ, অর্ডারলি এবং রেগুলার মাইগ্রেশন (জিসিএম) অনুসারে সকল অভিবাসী কর্মী, তাদের অভিবাসন অবস্থা নির্বিশেষে, প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত সেবা পাওয়ার অধিকারী। বাংলাদেশ এই জিসিএম বাস্তবায়নের জন্য একটি "চ্যাম্পিয়ন" দেশ হিসাবে স্বীকৃত। গন্তব্য দেশগুলোতে অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার প্রাপ্যতা এবং এ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ কী হতে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণাটির জন্য ৪৭৯ জন অভিবাসী শ্রমিকের সাথে নমুনা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপে দেখা গিয়েছে যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসী কর্মী স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং আশ্রয় সংক্রান্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং তাদের শতকরা পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫%, ৬৯% এবং ৪৪%। মোট ৪৯ জন পুরুষ ও ২৭ জন নারী শ্রমিক মালিকের বাড়িতে কাজ করেছেন। পুরুষের মধ্যে ১৪% সেখানে কাজ করার সময় শারীরিক নির্যাতনের কথা বলেছেন। নারীদের জন্য এই হার ছিল ৪১%। ৭% নারী কর্মী মালিকের বাড়িতে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। আবার শ্রমিকদের একটি বড় অংশ কোম্পানিতে কাজের সময় অপমান এবং অবহেলার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ৩৪% পুরুষ কর্মী অবহেলার শিকার হন এবং নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৩৩%। ১১% পুরুষ কর্মী কোম্পানিতে কাজ করার সময় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এছাড়া মালিকের বাড়িতে এবং কোম্পানিতে শ্রমিকরা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন এবং এর হার ছিল ২৬ শতাংশের বেশি।

জরিপের মাধ্যমে কিছু চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে যা অভিবাসী শ্রমিকেরা গন্তব্য দেশগুলোতে থাকার সময় সম্মুখীন হয়েছেন। ৫২% কর্মী ভাষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন প্রায় ৪১% শ্রমিককে দীর্ঘ কর্মঘন্টা (৮ ঘন্টার বেশি) কাজ করতে হয়েছে। এছাড়া, ২৭% শ্রমিকের অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা ছিল। প্রায় ১২% শ্রমিক খারাপ আশ্রয় সুবিধার কথা বলেছেন। উপরন্তু, ১৬% শ্রমিক জানিয়েছেন যে, রিক্রুটিং এজেন্সী এবং সে দেশের সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল যা তারা পাননি। এছাড়া বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে সাহায্য চাওয়ার পরও ১২% শ্রমিক কোনো সহযোগিতা পাননি। ২৪%-এরও বেশি কর্মী সাপ্তাহিক ছুটি বা উৎসবের সময় ছুটি পেতেন না। এসব চ্যালেঞ্জের কারণ হিসেবে ৫২% শ্রমিক মতামত দেন যে, তাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ৪২% মনে করেন যথাযথ ব্যক্তি বা সংস্থার অভাব, যাদের সাথে কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেত। ৩২% মনে করেন যে, শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব তাদের ভোগান্তির কারণ।

গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়- দক্ষতার অভাব, মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের উপস্থিতি, প্রশিক্ষণে আগ্রহের অভাব বা প্রশিক্ষকদের সীমিত দক্ষতা, অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে তথ্যের অভাব, ভাষা না জানা এবং খাপ খাইয়ে চলার অভাবসহ বেশ কয়েকটি কারণে শ্রমিকেরা নানা সমস্যার মুখে পড়েছেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে অপর্যাপ্ত সহযোগিতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। বাংলাদেশ সরকারকে তাই শ্রম অভিবাসনের চাহিদা ও সরবরাহ উভয় দিক বিবেচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যেমন, অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিদেশ

গমনের পূর্বে কমপক্ষে তিন মাসের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। একই সাথে সরকারকে নিয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। অভিবাসন প্রক্রিয়ার তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখান থেকে খুব সহজেই সরকারি এবং বেসরকারি উভয় নিয়োগকারী সংস্থার তালিকা, ঠিকানা এবং যোগাযোগ নম্বর পাওয়া যেতে পারে। "এন-হেলথ"-এর ইন্টারফেসের মতো মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ার একটি ডিজিটাল ইন্টারফেস থাকতে পারে যার মাধ্যমে আগ্রহী প্রার্থীরা প্রাথমিক তথ্য পেতে পারেন। আরেকটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে- সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে অভিবাসনপ্রবণ এলাকায় রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের কার্যকর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীদের জন্য এবং গন্তব্য দেশগুলোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

(২) Exploring the Employment Opportunities in East-European Countries for Less-Skilled, Semi-Skilled And Skilled Migrant Workers of Bangladesh: Prospects, challenges and Way Forward

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে শ্রমিক অভিবাসনের বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়নে সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবেলার উপায়গুলি অনুসন্ধান করা। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির শ্রমবাজারে অদক্ষ, আধা-দক্ষ এবং দক্ষ জনশক্তির জন্য নির্দিষ্ট কাজের সুযোগ সন্ধানের পাশাপাশি সেই দেশগুলিতে সফলভাবে অভিবাসনের চ্যালেঞ্জের উপর এই গবেষণায় বিশেষ ফোকাস করা হয়েছে। এবং এই গবেষণায় শেষ পর্যায়ে সেই চ্যালেঞ্জগুলি থেকে পরিত্রাণ পেতে কয়েকটি সুপারিশ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

এই গবেষণাটি মিশ্র পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। অন্য কথায়, এই গবেষণায় গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত ভেরিয়েবলগুলি বেশিরভাগই অনাবিষ্কৃত এই জন্য দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (FGD) মাধ্যমে ভেরিয়েবলগুলিকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পরিমাপ করার চেষ্ট করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপগুলির মধ্যে একটি নয়জন শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত। অন্যটি আটজন সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি সেমিস্ট্রাকচারড সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল যা ওপেন এন্ডেড এবং ক্লোজ এন্ডেড উভয় প্রশ্ন নিয়ে গঠিত। এই প্রশ্নগুলি বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং এগিয়ে যাওয়ার উপায় ইত্যাদি।

গবেষণার উত্তরদাতারা অসংগঠিত এবং তাদের নিকট পৌঁছানো কঠিন হবার দরুণ এই গবেষণায় অপেক্ষাকৃত ছোট নমুনার আকার নির্বাচন করতে হয়েছে। যাইহোক, গবেষণাটি তাত্ত্বিক স্যাচুরেশনে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যয়নের প্রকৃতির কারণে উত্তরদাতাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনা কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে । এ গবেষণায় উঠে এসেছে যে বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর শ্রমবাজারে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু বিপুল চাহিদা সম্পন্ন কর্মসংস্থানের প্রধান খাতগুলির মধ্যে রয়েছে নির্মাণখাত, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, দোকান ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র, পর্যটন, ড্রাইভিং, গার্মেন্টস, পাবলিক হেলথ সেক্টর, এয়ারলাইন্স। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন আর্থিক এবং অ-আর্থিক উভয় সম্ভাবনা যা এই দেশগুলিতে বাংলাদেশী অভিবাসীদের প্রলুব্ধ করার জন্য পুশ ফ্যাক্টর এবং পুল ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করছে। যেমন আর্থিক সম্ভাবনার মধ্যে উচ্চ এবং আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো, চিকিৎসা ভাতা এবং জনস্বাস্থ্য সুবিধা এবং দ্রুত রেমিট্যান্স পাঠানোর সুবিধা যেগুলির বেশিরভাগই লাভজনক। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের পাশাপাশি দক্ষ, আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমের ঘাটতি আমাদের বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকদের আকর্ষণ করছে। কিন্তু সেই সুযোগ এবং সম্ভাবনাগুলিকে উপলব্ধি করার জন্য, কিছু ছোটখাটো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে।

এগুলির মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক কর্মীদের জন্য সরকারী নির্দিষ্ট পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, উচ্চ অভিবাসন খরচ, অর্থ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং আইনি সহায়তার অভাব ইত্যাদি। যাইহোক, কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলি সহজেই মোকাবেলা করা যায় যেমন ক্রমবর্ধমান কর প্রণোদনা, ক্রয়ক্ষমতা এবং ঋণের সহজলভ্যতা, আর্থিক লেনদেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রক্রিয়া ব্যয় হ্রাস, শিক্ষা এবং সচেতনতামূলক প্রচার, সামাজিক এবং পারিবারিক নেতিবাচক ধারণাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনা, কমিউনিটি গঠনের উদ্যোগ এবং বিভিন্ন পরিষেবার সহজলভ্যতা এবং বৈষম্য বিরোধী আইন ও নীতিমালার পাশাপাশি অভিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সুবিধার ব্যবস্থা করা। যদিও বাংলাদেশ সরকার এখন কিছু সহায়তা প্রদান করছে কিন্তু বর্তমান এবং সম্ভাব্য কর্মীদের অধিকাংশই এই পরিষেবা গুলি সম্পর্কে ভালভাবে জানে না।

ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেশিরভাগই জিসিসি দেশ ভিত্তিক কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের জন্য পূর্ব ইউরোপীয় শ্রম বাজারের সুযোগ নেওয়ার উপযুক্ত সময়। এই সমীক্ষাটি দেখায় যে বাংলাদেশের এখন শ্রমিকদের দক্ষতার স্তরের উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া উচিত। অন্য কথায়, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য মানব সম্পদের বিকাশ আবশ্যক। এই সমীক্ষাটি এ প্রস্তাব করে যে একটি সুগঠিত জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা উচিত। ইউই শ্রমবাজারে বর্তমান সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশের প্রস্তুতি বিবেচনা করে, এই গবেষণার এই ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ এবং অনুশীলনকারীদের উভয়ের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ মূল্য রয়েছে।

(৩) A Critical Assessment of Financial Literacy of Migrant Workers and their Access to Financial Services in Destination Countries

নাগরিক বা কর্মজীবী মানুষের আর্থিক সাক্ষরতাকে প্রায়শই একটি দেশের নাগরিক বা কর্মজীবী জনগণের আর্থিক সেবা অভিগমনের মূল সহায়ক হিসেবে অভিহিত করা হয়। একটি দেশের জন্য কাজ করা লোকদের আর্থিক খাতে অভিগমন অর্থনীতির আর্থিক খাতকে বিকাশ করে। অতএব, আর্থিক সাক্ষরতা গবেষক, সরকার এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে আগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করেছে। অভিবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের আর্থিক সেবা খাতে প্রবেশাধিকার নির্ধারণে আর্থিক স্বাক্ষরতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর্থিক স্বাক্ষরতা বলতে আর্থিক সেবাসমূহের ধারণা বোঝায়, যা তাদের আর্থিক আচরণ সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে।

অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীরা, যারা প্রায়শই তাদের স্বাগতিক দেশে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বাধার সম্মুখীন হয়, ফলে তাদের গন্তব্য দেশগুলির জটিল আর্থিক ব্যবস্থা বুঝে উঠা কঠিন মনে হতে পারে। আর্থিক স্বাক্ষরতার অভাব আর্থিক পণ্য, পরিষেবা এবং সুযোগ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণ হতে পারে, যা আর্থিক পরিষেবাগুলিতে তাদের অভিগমন সীমিত করতে পারে।

আর্থিক সাক্ষরতা বা দক্ষতা আর্থিক সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলতে সহয়তা করে, যা একটি সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর এবং সুখী জীবনের জন্য অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গেছে যে আর্থিক সাক্ষরতার অভাব মানসিক অসুস্থতা এবং অন্যান্য সমস্যার কারণ হতে পারে। আর্থিক সাক্ষরতার অভাব একাকীত্ব, মানসিক চাপ, হতাশা এবং দুর্বল আত্মসম্মানও তৈরি করতে পারে। তাই অভিবাসী কর্মীদের আর্থিক সাক্ষরতার পরিমাপ এবং গন্তব্য দেশগুলিতে আর্থিক পরিষেবাগুলিতে তাদের অভিগমনের জন্য উপযুক্ত এবং সঠিক মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। এটি সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ঋণ গ্রহণ, অবসর গ্রহণ, চিকিৎসা এবং বীমার জন্য প্রযুক্তি এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সেবা ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

এই গবেষণাটি বাংলাদেশি অভিবাসী এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য অভিনব। গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের তাদের গন্তব্যের দেশে আর্থিক পরিষেবার জ্ঞানগত সমস্যাগুলি সহজ করা। আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:

- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশের আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে জ্ঞান যাচাই করা।
- গন্তব্য দেশগুলিতে আর্থিক পরিষেবাসমূহ ব্যবহারের ইচ্ছে যাচাই করা।
- গন্তব্য দেশগুলিতে তাদের আর্থিক সেবায় অভিগমনের উপরে আর্থিক সাক্ষরতার প্রভাব পরীক্ষা করা।
- গন্তব্য দেশগুলিতে বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের আর্থিক পরিসেবায় অভিগমনে অসুবিধা থাকলে তা চিহ্নিত করা এবং
- বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের আর্থিক সাক্ষরতার উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা।

৪. The Present Trend of Labor Migration in GCC Countries: Measures Needed for Bangladesh to Shift From Un-Skilled to Semi-Skilled and Semi-Skilled to Skilled and High-Skilled Labour Migration

এই গবেষণাটির উদ্দেশ্য হল জিসিসি দেশগুলিতে শ্রম অভিবাসনের বর্তমান প্রবণতা চিহ্নিত করা এবং অদক্ষ শ্রমিকদের আধা-দক্ষ শ্রমিকে, আধা-দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষ এবং উচ্চ-দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তর করে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জিসিসি দেশগুলিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি আঁকড়ে ধরার জন্য বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি অন্বেষণ করা। এই বিষয়ে প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি গবেষণার সংখ্যা খুবই স্বল্প হওয়ায় বর্তমান গবেষণাটি প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশী শ্রম অভিবাসীদের জন্য জিসিসি দেশগুলি সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং সম্ভাব্য গন্তব্য হলেও বাংলাদেশে একটি কংক্রিট রোডম্যাপ দেখানোর জন্য কোন কাঠামোগত গবেষণা তৈরী হয়নি। এরুপ পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ যেন জিসিসি দেশগুলিতে আধা-দক্ষ, দক্ষ এবং উচ্চ দক্ষ শ্রম অভিবাসীদের জন্য শ্রমবাজার ধরে রাখতে এবং বিকাশ করতে পারে সেজন্য একটি নীতিগত নির্দেশনা প্রদানের জন্য এই সমীক্ষাটি করা হয়েছে।

এই গবেষণায় একটি মিশ্র গবেষণা দর্শন ব্যবহার করা হয়েছে যা জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিবাচকতা এবং ব্যাখ্যাবাদ উভয়ের অধীনে পড়ে যেহেতু গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় ডেটাই ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট এবং একাডেমিক কাগজপত্রের মতো গৌণ উৎসগুলি ব্যবহার করে জিসিসি শ্রমবাজার এবং বাংলাদেশী শ্রম অভিবাসীদের প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশী শ্রম অভিবাসীরা অদক্ষ থাকার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কয়েকটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGDs) পরিচালিত হয়েছে । এছাড়াও, তাদের দক্ষতার স্তরকে উন্নীত করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা একই FGD-এর মাধ্যমে অন্বেষণ করা হয়েছে। দু'টি FGD থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি ব্যবহার করে, গুণগত ডেটা যাচাই করার জন্য পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নাবলী তৈরি করা হয়েছিল। অধিকন্তু, FGD-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিটি আইটেমের তাৎপর্যের মাত্রা ফ্রিকোয়েন্সি, গড় এবং বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করে পরিমাণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুল ব্যবহার করে বিশেষণ করা ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন করা হয়েছে।

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে জিসিসি শ্রমবাজারের সাধারণ প্রবণতা দেখায় যে সেখানে বাংলাদেশের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এই গবেষণায় আরও উঠে এসেছে যে, জিসিসি শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের বেশিরভাগ সুযোগ বিদেশী নাগরিকদের দখলে রয়েছে। তবে সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের উচিত তার অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতার স্তরকে অদক্ষ থেকে আধা-দক্ষ এবং আধা-দক্ষ থেকে দক্ষ এবং উচ্চ দক্ষে

উন্নীত করার জন্য প্রস্তুত করা। এই সমীক্ষায় এটাও বলা হয়েছে যে জিসিসি দেশগুলির শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা নাটকীয়ভাবে বাড়ছে।

এই সমীক্ষা যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে যে ডিজিটালাইজেশন, বিশ্বায়ন, স্মার্ট প্রযুক্তি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে বাংলাদেশকে অবশ্যই জনশক্তির প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিয়ে জিসিসি দেশগুলির শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের অবশ্যই অত্যন্ত নিবেদিত এবং পেশাদার TVET ইনস্টিটিউট, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ভিত্তিক সার্টিফিকেট কোর্স প্রদান করতে হবে। তদুপরি, এই পরিস্থিতিতে অভিবাসী শ্রমিক, সরকারি এজেন্সি, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, জিসিসি দেশগুলির নিয়োগকর্তা, নিয়োগকারী সংস্থা, জিসিসিদেশগুলির অন্যান্য স্বীকৃতি সংস্থাগুলি মতো স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কোলাবোরেশন এবং কো-অপারেশন প্রয়োজন।

বাংলাদেশের উচিত শ্রমবাজারের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা এবং অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করার জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। বড় নমুনা আকার ব্যবহার করে এবং একাধিক স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করে এই ক্ষেত্রে আরও গবেষণা প্রয়োজন। এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, এই গবেষণাটি নীতি নির্ধারক এবং শিক্ষাবিদ উভয়ের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে ।

৫। Skill Upgradation Schemes for Migrant Workers in Light of Changing Global Demand, 4IR and Artificial Intelligence

বাংলাদেশ একটি শ্রম উদ্বৃত্ত দেশ যা আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের মধ্যে ষষ্ঠ বৃহত্তম উৎস দেশে পরিণত হয়েছে, বর্তমানে প্রায় ১.৫ কোটি বাংলাদেশি বিদেশে কাজ করছে। ১৯৭৬ সাল থেকে, মহামারী বছর ২০২০ ব্যতীত, মানব পুঁজি রপ্তানির পরিমাণ বার্ষিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২ সালে, বাংলাদেশ, ১১,৩৫,৮৭৩ অভিবাসী শ্রমিক দেশ ছেড়ে বিদেশে কাজ করার জন্য পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। রেমিট্যান্স এর পরিমাণ ৯৫,০৩৮ কোটি টাকা। বেশিরভাগ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকরা কেএসএ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত এবং ওমানের মতো দেশে কাজ করছেন। দুর্ভাগ্যবশত, ৪৭% বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের অদক্ষ বা কম দক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

তারা কম বেতনে এবং কম দক্ষ পেশায় কাজ করে যেমন নির্মাণ কাজ, ড্রাইভার, গৃহকর্মী এবং গৃহস্থালি পরিচ্ছন্নতার কাজ। বাংলাদেশী অভিবাসীরা ভাষার দক্ষতার অভাব, প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, রিক্রুটিং এজেন্সিদের উচ্চ ফি, কম মজুরি, অভিবাসনের সুযোগ সম্পর্কে তথ্যের অভাব এবং ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

এই প্রতিবেদনটি অভিবাসী শ্রমিকদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি এবং তাদের দক্ষতা উন্নত করে বৈশ্বিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা দেখায়, বিশেষ করে শিল্প ৪.০ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে। পরিবর্তিত বৈশ্বিক চাহিদা, শিল্প ৪.০, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আলোকে অভিবাসী কর্মীদের জন্য দক্ষতা আপগ্রেডেশন স্কিমগুলির উপর অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা পরিচালনা করা এই গবেষণার লক্ষ্য। ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ হল চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যা আরও কর্মক্ষম দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা অর্জন, স্বয়ংক্রিয়তা বৃদ্ধি এবং মানব ও মেশিন শ্রমের মধ্যে পার্থক্যকে অস্পষ্ট করতে চায়। এটি ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমন আইওটি, রোবট এবং সংযোজন উৎপাদন, অন্যদের মধ্যে বিস্তৃতকরণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। নিবন্ধটি উপসংহারে বলেছে মানুষের জ্ঞানের পরিবর্তে কম্পিউটার জ্ঞান প্রয়োগ করার অভ্যাস আজকাল অত্যন্ত প্রচলিত, এবং শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য এবং বিশ্ব শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে।

এই গবেষণা প্রকল্পের ডেটা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে প্রশ্নাবলী সমীক্ষা, কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (KIIs), এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGDs)। গবেষণাটি বাংলাদেশের দক্ষ অভিবাসী শ্রমিকদের

উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যারা নির্মাণ কাজ করে এবং কৃষিতে ও অন্যান্য পেশায় অভিজ্ঞতা রয়েছে। উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই ২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে পুরুষ। ৬৮% এরও বেশি দক্ষ কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় এবং বেশিরভাগ কর্মী মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য এশিয়ান দেশগুলিতে চলে যায়। কর্মীদের দ্বারা সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত দক্ষতা হল ডেটা বেস ব্যবহারকারী ইন্টারফেস এবং কেয়্যারী সফটওয়্যার, ডেস্কটপ প্রকাশনা সফটওয়্যার এবং নথি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার।

জাতীয় উন্নয়নে গবেষণা প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা: অভিবাসী মানবসম্পদ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রার উৎস। তারা তাদের আয়ের সিংহভাগ বাংলাদেশে পাঠায়। তারা প্রায়শই অর্থ (বেতন/মজুরি) পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হলেও গন্তব্য দেশগুলিতে তাদের আর্থিক/ব্যাংকিং কার্যক্রম করে থাকে। তাদের আর্থিক সাক্ষরতার নিশ্চিত করা গেলে আশা করা হচ্ছে গন্তব্য দেশে তাদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করবে, এবং দেশেও তাদের সম্পদাদি সঠিক পরিচালনা ও দেখভাল নিশ্চিত হবে। যেহেতু এই গবেষণাটি আর্থিক পরিষেবা অভিগমনের উপরে আর্থিক জ্ঞানের প্রভাব বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করেছে, এবং একই সাথে অন্যান্য সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদিও বিবেচনা করেছে, তাই অত্যন্ত যৌক্তিক ভাবে আশা করা যায় যে, এটি নীতি প্রণয়নে মূল্যবোধ তৈরি করবে যা দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

The Thematic Area Working Group Meeting of The Colombo Process, held in Dhaka on 24 August 2022. The MoEWOE chaired the meeting.

অধ্যায়

৫

৫.১- বৈদেশিক শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও নতুন শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণঃ

প্রধান শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বাংলাদেশ ইউরোপের বাজারে শ্রমশক্তি রপ্তানি বাড়াতে চায়। এ জন্য নিজেদের সক্ষমতা বাড়িয়ে ইউরোপ দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এরই মধ্যে সার্বিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ও রোমানিয়ায় ছোট পরিসরে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রমিক যাওয়া শুরু হয়েছে। অন্যদিকে দেশগুলোতে বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক কর্মী প্রেরণ করতে সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তারা বাংলাদেশে থেকে জি টু জি চুক্তির মাধ্যমেও দক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মী নিতে আগ্রহী।

বৈধ পথে ইউরোপেরর দেশ গ্রিস, মাল্টা, আলবেনিয়া, সার্বিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ক্রোয়েশিয়া, রোমানিয়া ও মাল্টায় অধিক সংখ্যাক কর্মী পাঠাতে চায় সরকার। এ নিয়ে ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। আশা করা হচ্ছে দেশগুলোর সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হলে বিপুলসংখ্যক কর্মীর কর্মসংস্থান হবে।

নতুন যেসব দেশে সম্ভাবনা দেখছে বাংলাদেশ, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মধ্য এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ, বলকান অঞ্চল ও পূর্ব এশিয়া। গ্রিস, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তান ছাড়াও জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং হংকংয়ের কর্মী প্রেরণের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

গত অক্টোবরের শুরুতেই বেলগ্রেড সফরে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন মহোদয় সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দার ভুসিকের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দার ভুসিক বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও আধাদক্ষ কর্মী নেয়ার বিষয়ে আগ্রহের কথা জানান। এ জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া তৈরিতে জোর দেন তিনি।

সার্বিয়ার চলমান উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য যে বিপুল মানবসম্পদ প্রয়োজন, তা পূরণে বাংলাদেশের দক্ষ ও আধাদক্ষ আইটি পেশাজীবী, ইলেকট্রিশিয়ান, পাম্বারদের (কলমিস্ত্রি) অনেক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে চাহিদা পূরণের প্রস্তাব সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট সাদরে গ্রহণ করেছেন।

নতুন গন্তব্যের দেশগুলোতে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে সেখানকার ভাষা ও সংস্কৃতি শেখা, নির্দিষ্ট কাজের বিশেষ দক্ষতা ওই কর্মীকে বেশি লাভবান করবে।

এছাড়া বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা, যেমন: ওয়েলডিং, ইলেকট্রনিক সামগ্রী মেরামত, গাড়ি মেরামত, বৈদ্যুতিক কাজ, নার্স ও ল্যাব টেকনিশিয়ান তৈরিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত ইউরোপে কর্মী গমনের হার বাড়ছে। ইউরোপের কয়েকটি দেশের (যেমন: ক্রোয়েশিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া) সাথে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বোয়েসেলের মাধ্যমে রোমানিয়াসহ ইউরোপে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে রোমানিয়া বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রম বাজার।

পোল্যান্ডে প্রায় ১৫ হাজার বাংলাদেশি নাগরিকের বসবাস এবং এখানে বাংলাদেশিদের মালিকানায় বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের সংখ্যা বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি। বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে পোল্যান্ড এবং জার্মানি হতে পারে আমাদের একটি প্রধান শ্রমবাজার কেননা জার্মানিও এরই মধ্যে তাদরে প্রায় ৬০ হাজার দক্ষ জনশক্তির চাহিদার ঘোষণা দিয়েছে।

গত ৩ এপ্রিল গণভবনে অনুষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত দূরদর্শী ও সময়োপযোগী বক্তব্যে বাংলাদেশের জনশক্তিকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্য কূটনীতিকে এখন রাজনৈতিক বলয় থেকে বিস্তৃত করে অর্থনৈতিক স্তরে

নিয়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। দেশের জনশক্তি প্রেরণকারী ব্যবসায়ীরাও নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে সেখানে জনশক্তি রপ্তানি করে বেসরকারি পর্যায়ে তাদের ভূমিকা রেখে চলেছেন। এসব নতুন দেশের অনেকগুলোই ইউরোপ মহাদেশের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী দেশ।

৫.২-দক্ষিণ কোরিয়ায় শ্রমবাজার

দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। শ্রমিক বান্ধব নীতি, উচ্চ মজুরী এবং স্বল্প ও সহজ অভিবাসন প্রক্রিয়া বাংলাদেশের অভিবাসন প্রত্যাশী কর্মীদের দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি কাঙ্খিত গন্তব্যে পরিণত করেছে। ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড এর মাধ্যমে বাংলাদেশে থেকে কোরিয়ায় শ্রমিক প্রেরণ শুরু হয়। বাংলাদেশী কর্মীরা মূলতঃ এদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে কর্মরত রয়েছে। শ্রমিক প্রেরণের বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সমঝোতা স্মারক রয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে Employment Permit System (EPS) এর অধীনে ই-৯ ভিসায় বাংলাদেশসহ ১৬ টি দেশ দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করে থাকে। Employment Permit System (EPS) এর অধীনে কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ, মৎস্য খাতে বিদেশী অদক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ খেকে শুথু ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মী প্রেরণ করা হয়ে থাকে। Employment Permit System (EPS) ছাড়াও বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ওয়েল্ডার, পেইন্টার এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজ নির্মান শিল্পে কাজ করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় অভিবাসন প্রক্রিয়াঃ

প্রতি বছর দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ইপিএসভুক্ত ১৬ টি দেশের জন্য কোটা নির্ধারণ করে থাকে। কোটার সংখ্যক শ্রমিক প্রেরণ করতে সক্ষম হলে প্রেরণকারী দেশের অনুকূলে অতিরিক্ত কোটা বরাদ্দ করা হয়। প্রতি বছর প্রেরণকারী এজেন্সী (বাংলাদেশের জন্য বোয়েসেল) কোরিয়ান ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষার ভিত্তিতে সম্ভাব্য কর্মীদের একটি ডাটাবেস প্রস্তুত করে। এ ডাটাবেস থেকে কোরিয়ান নিয়োগকর্তাগণ পছন্দ অনুযায়ী কর্মী বেছে নেন এবং পছন্দসই কর্মীদের সাথে শ্রমচুক্তি সম্পাদন করে থাকেন। শ্রমচুক্তি সম্পাদন হওয়ার ১৪ থেকে ২১ দিনের মধ্যে কোরিয়ান ইমিগ্রেশন বিভাগ কর্মীর অনুকূলে সিসিভিআই (Certificate for Confirmation of Visa Issuance) ইস্যু করে থাকে। সিসিভিআই ইস্যুর পরে কর্মীদের দ্রুত কোরিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে প্রেরণকারী সংস্থা।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যাঃ

দক্ষিণ কোরিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যা (ভিসার ধরণ) অনুযায়ী নিম্নরূপঃ

Number of Bangladeshi Nationals in Korea (As of April 2023)

Total Bangladeshi nationals	Total - 23,610	
	M- 21,379	F- 2,231
Bangladeshi D2 Visa (Students)	Total - 1,732	
	M -1,383	F - 349
Bangladeshi D4 Visa (Langauge Students)	Total - 91	
	M - 60	F - 31
Bangladeshi E-9 Visa (EPS workers) Holders	Total - 12,641	
	M- 11,598	F- 43
Bangladeshi D-6 Visa (Religious Works) Holders	Total - 15	
	M- 14	F- 1
Bangladeshi D-8 Visa (Corporate/Foreign Investor) Holders	Total - 51	
	M- 49	F- 2
Bangladeshi D-9 Visa (International Trade Visa) Holders	Total - 13	
	M- 13	
Bangladeshi D-10 Visa (Job Seeker) Holders	Total - 174	
	M- 159	F- 15
Bangladeshi E-1 Visa (Professor) Holders	Total - 20	
	M- 19	F - 1
Bangladeshi E-3 Visa (Researcher) Holders	Total - 101	
	M- 87	F- 14
Bangladeshi E-7 Visa (Foreign National of Special Ability) Holders	Total - 1050	
	M- 1042	F- 8
Bangladeshi F-1 Visa (Visiting & Joining Family) Holders	Total - 353	
	M - 111	F - 242
Bangladeshi F-2 Visa (Resident Visa) Holders	Total - 729	
	M- 487	F- 242
Bangladeshi F3 (Accompanying Sponse/Child)	Total - 1,203	
	M- 294	F- 909
Bangladeshi F-5 Visa (Permanent Residency) Holders	Total - 177	
	M- 145	F- 32
Bangladeshi F-6 Visa (Marriage Migrant) Holders	Total - 329	
	M- 208	F- 121
Bangladeshi G-1 Visa (Miscellaneous Visa, usually Asylum Seekers) Holders	Total - 718	
	M- 668	F- 50

কর্মক্ষেত্রঃ

বাংলাদেশী কর্মীরা দক্ষিণ কোরিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মরত রয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতটির বিস্তার ব্যাপক। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভারী শিল্পের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত উৎপাদনশীল খাত ম্যনুফ্যাকচারিং খাতের অন্তর্ভুক্ত। ম্যানুফ্যাকচারিং

খাতের কারখানা গুলো সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ব্যতীত অতি সম্প্রতি বাংলাদেশী কর্মীরা ই-৭-৩ ভিসায় এদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলো দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গজে সিটি, উলসান, বুসান ইত্যাদি শহরে অবস্থিত।

শ্রমবাজারের উল্লেখযোগ্য প্রবণতাঃ

দক্ষিণ কোরিয়ার জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হওয়ায় এবং এ দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী শ্রমসাধ্য কাজ করতে অনাগ্রহী হওয়ায় এদেশে আগামী দিনে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া, দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজ নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। তদুপরি, দক্ষিণ কোরিয়ায় বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কেয়ার গিভার এর প্রয়োজন হবে।

দূতাবাসের ভূমিকা ও কার্যক্রমঃ

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস সদা তৎপর রয়েছে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণে দূতাবাসের শ্রম ও কল্যাণ অণুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ মোটা দাগে দুইভাগে বিভক্ত। দূতাবাস নিয়োগকর্তাদের জন্য নিম্নবর্ণিত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছেঃ

ক. সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের সাথে যোগাযোগঃ

যে সকল কোরিয়ান নিয়োগকর্তা কখনও বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগ করেননি, সে সব নিয়োগকর্তাদের বাংলাদেশী কর্মীদের নিয়োগের বিষয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম এবং এদেশে কর্মরত কর্মীদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীগ্রহণ করা হয়েছে। দূতাবাসের পক্ষ থেকে বাংলাদেশী কর্মীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাদের নিয়োগ করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র এবং উপহার প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত ৩৫২০ জন কোরিয়ান নিয়োগ কর্তাকে এধরণের পত্র এবং উপহার প্রেরণ করা হয়েছে। দূতাবাস কর্তৃক প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন নিয়োগকর্তা বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে এবং কর্মী নিয়োগ করছে।

খ. ঝুংসো গিয়প পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশঃ

দূতাবাসের শ্রম ও কল্যাণ অনুবিভাগের উদ্যোগে বোয়েসেল এর অর্থায়নে এদেশের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে বহুল প্রচারিত ঝুংসো গিয়প পত্রিকায় বাংলাদেশী কর্মীদের নিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশী কর্মীদের সম্পর্কে প্রচারণামূলক লিফলেটও প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ. নবাগত কর্মীদের নিয়োগকর্তাদের ধন্যবাদপত্র প্রেরণঃ

সিউলস্থ বাংলদেশ দূতাবাসের শ্রম ও কল্যাণ অণুবিভাগের পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে নবাগত কর্মীদের নিয়োগকর্তাদের ধন্যবাদপত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ধন্যবাদপত্রে কর্মীদের নিয়োগের জন্য ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি কর্মী সংক্রান্ত যে কোন সহায়তার জন্য দূতাবাসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ

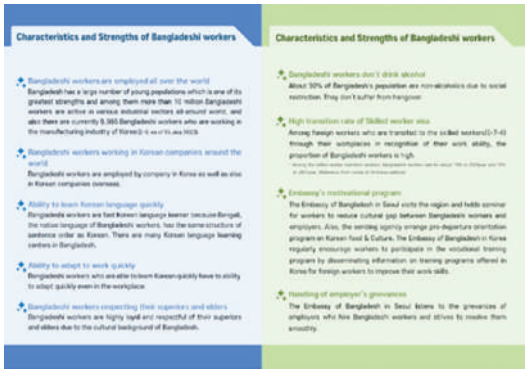

জানানো হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৮৩৭ জন কোরিয়ান নিয়োগ কর্তাকে এধরণের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ. নিয়োগকর্তাদের সম্মাননা প্রদানঃ

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালনের অংশ হিসেবে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশী নিয়োগ করার জন্য দশ জন কোরিয়ান নিয়োগকর্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে। হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট অব কোরিয়া থেকে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগকারী নিয়োগকর্তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে।

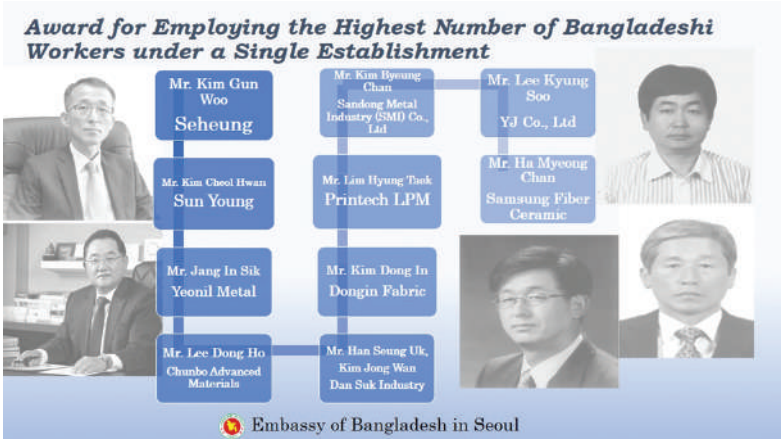

ঙ. নিয়োগকর্তাদের সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণঃ

নিয়োগকর্তাদের য কোন সমস্যায় শ্রম ও কল্যাণ অণুবিভাগের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিয়োগকর্তাগণ ভাষাগত সমস্যার কারণে অনেক সময় নতুন কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে সমস্যার সম্মুখীন হন। এ ক্ষেত্রে দূতাবাস থেকে অনুবাদ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দূতাবাসের পক্ষ থেকে কর্মীদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবাসমূহ নিয়োগকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী অনলাইন এবং অফলাইন দুই পদ্ধতিতেই প্রদান করা হয়ে থাকে।

চ. সংঘাত নিরসনঃ

নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে কোন ধরণের সংঘাত দেখা দিলে শ্রম ও কল্যাণ অনুবিভাগের পক্ষ থেকে সংঘাত নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ছ. কর্মীদের জন্য সেমিনার আয়োজনঃ

দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত কর্মীদের এদেশে অবস্থানকালীন সময়ে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে অবগত করার জন্য দূতাবাসের উদ্যোগে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব সেমিনারে কর্মীদের দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাসঙ্গিক আইন-কানুন অবহিত করা হয়ে থাকে। একই সাথে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন শহরে অনলাইনে এবং অফলাইনে ২০টিরও অধিক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়

জ. ইপিএস তথ্য সহায়িকাঃ

দক্ষিণ কোরিয়ায় আগত ইপিএস কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য যেমনঃ বীমা সম্পর্কিত তথ্য, পাসপোর্ট রি-ইস্যু, ইমিগ্রেশন, বকেয়া বেতন আদায়, কোরিয়ান সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বলিত একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

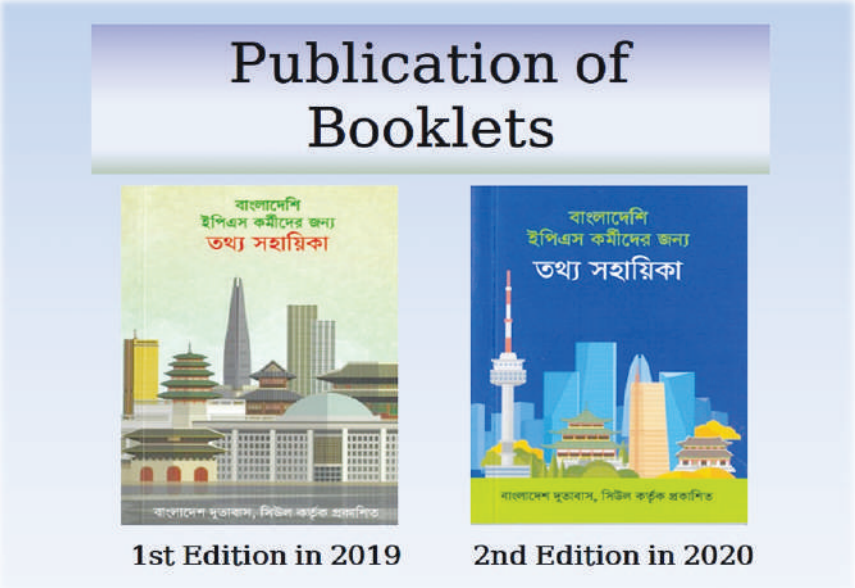

ঞ. নাটিকা নির্মাণঃ

দূতাবাসের শ্রম ও কল্যাণ অনুবিভাগের পক্ষ থেকে ইপিএস কর্মীদের জন্য সচেতনতামূলক দুটি নাটিকা নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত ইপিএস কর্মীরা নাটিকা দুটিতে অভিনয় করেছেন।

অনলাইনে দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের দিক নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণঃ

দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীগণ এদেশে আসার পূর্বে বোয়েসেল এর তত্ত্বাবধানে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থান করার সময়ে শ্রম ও কল্যাণ অণুবিভাগের পক্ষ থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে কর্মীদের দিক নির্দেশনামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণে কর্মীদের তুচ্ছ কারণে কর্মস্থল পরিবর্তন থেকে বিরত থাকা, দক্ষিণ কোরিয়ার আইন-কানুন মেনে চলা, বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে অবহিত করা হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

ইপিএস কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ও এইচ এস সি কোর্স চালুঃ

দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি ইপিএস কর্মীদের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে এবং শ্রম ও কল্যাণ অণুবিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনলাইনে বিএ (পাস) কোর্স এবং এইচ এস সি কোর্স চালু করা হয় অক্টোবর ২০২০ সালে। সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কোর্স দুটি ২০২০ সাল থেকে যৌথভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশিরা বিশেষ করে ইপিএস কর্মীরা এদেশে বসেই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ৬ সেমিস্টারে (প্রতি সেমিস্টারের মেয়াদ ৬ মাস) বিশটি কোর্স পড়াশোনা করে তিন বছর মেয়াদী 'ব্যাচেলর অব আর্টস' (বিএ) এর সনদ পাবেন। গত ২৬ মে ২০২৩ ও ১৮ জুন ২০২৩ তারিখ থেকে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত যথাক্রমে এইচ.এস.সি ও বি.এ/বি.এস. এস পরীক্ষা দূতাবাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইচ. এস. সি পরীক্ষায় চার জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন। অন্যদিকে, বিএ/ বিএসএস পরীক্ষায় ১১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানরত প্রায় ২৩ হাজার বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ। তারা অনেকেই শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখে উন্নত জীবনের আশায় বেকারত্ব ঘোচাতে দক্ষিণ কোরিয়ায় আসেন।

এদেশে অবস্থানকালে তাদের অনেকেই চাকরির পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তাছাড়া উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলে তা ভিসার শ্রেণি পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় দক্ষিণ কোরিয়ায় বৈধভাবে অবস্থানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। উল্লেখ্য, বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের মধ্যে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রমও কল্যাণ অণুবিভাগ সর্বপ্রথম এ কার্যক্রম চালু করে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানকারী বাংলাদেশ ইপিএস কর্মীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে এবং বৈধ উপায়ে ভিসার শ্রেণি পরিবর্তন নিশ্চিত করতে সিউল বাংলাদেশ দূতাবাস ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রোগ্রাম দুটি চালু করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজারের ভবিষ্যতঃ

কোরিয়া বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। এদেশে বিদেশী শ্রমিকগণ কোরিয়ান শ্রমিকদের সম পরিমাণ বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মীদের সর্বনিম্ন মজুরি প্রতি ঘন্টায় ৭.৩ মার্কিন ডলার বা ৭৮০ টাকা। এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার OECD ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী শ্রমসাধ্য কাজ করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ভবিষ্যতে এদেশে প্রচুর বিদেশী অদক্ষ কর্মীর (ই-৯ ভিসা) প্রয়োজন হবে। এছাড়া, দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিশ্বে শীর্ষ স্থানীয় হওয়ায় আগামী দিনে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে প্রচুর বাংলাদেশী দক্ষ ওয়েল্ডার, পেইন্টার ও ইলেক্ট্রিশিয়ান এর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ধরনের দক্ষ কর্মী প্রস্তুত রাখতে হবে। এজন্য পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি কোরিয়ান ভাষায় মানসম্মত দক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কোরিয়ান ভাষাভাষী শিক্ষকদের দ্বারা কোরিয়ান ভাষায় কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম কর্মীবাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রম বাজারে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৫.৩। জর্ডানের শ্রমবাজার

জর্ডান বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ গন্তব্য। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ, সন্তোষজনক আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপদ পরিবেশ, উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি কারনে জর্ডান বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে জর্ডানে প্রায় ৭৫,০০০ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মরত রয়েছে, যার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। জর্ডানে নারী শ্রমিকরা মূলতঃ গৃহকর্মী এবং পোশাক শ্রমিক হিসাবে জর্ডানে আগমন করে থাকে। জর্ডানে অবস্থানরত পুরুষ শ্রমিকরা কৃষিকাজ, গার্মেন্টস, অন্যান্য শিল্প কারখানা এবং বিভিন্ন সেবা খাতে কর্মরত রয়েছে।

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সাল হতে জর্ডানে বাংলাদেশী শ্রমিক আগমন শুরু হয়। তবে ২০১২ সালের ২৬শে এপ্রিল বাংলাদেশ ও জর্ডানের মধ্যে জনশক্তি রপ্তানী শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে ব্যাপক আকারে শ্রমিক আগমন শুরু করে। ২০১২ সালের পর হতে বিশেষ করে গৃহকর্মী এবং পোশাক শ্রমিক হিসেবে ব্যাপক হারে নারী কর্মী আগমন শুরু হয় এবং এর ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে। ২০১২ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত দূতাবাস কর্তৃক বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে মোট ৯৫,৮৮৬ পোশাক শ্রমিকের চাহিদাপত্র এবং ১,০,৩০১৫ টি গৃহকর্মীর ভিসা সত্যায়ন করা হয়েছে।

গৃহকর্মীদের কল্যাণে দূতাবাস কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

- নারী গৃহকর্মীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক গৃহকর্মী বিভিন্ন কারণে সমস্যা কবলিত হয়ে তাদের নিয়োগকর্তার বাসা থেকে পালিয়ে দূতাবাসে উপস্থিত হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশস্থ মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, কল্যাণ বোর্ড হতে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহকর্মীসহ তাদের নিয়োগকর্তা ও এজেন্সীকে দূতাবাসে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়।
- দূতাবাসে উপস্থিত গৃহকর্মীদের অভিযোগ-অনুযোগ মনোযোগ সহকারে শোনা হয় এবং দূতাবাসের

রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। দূতাবাসে উপস্থিত নারী গৃহকর্মীদের প্রধান অভিযোগসমূহ হলোঃ বকেয়া বেতন, নিয়োগকর্তা কর্তৃক রেসিডেন্স পারমিট না করা, অতিরিক্ত কাজ করানো, ইত্যাদি। এছাড়াও, গৃহকর্মীরা বাংলাদেশে তাদের পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার কারণে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং চুক্তি শেষ করার পূর্বেই বাংলাদেশে ফেরত যেতে চায়। উল্লেখিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমেই গৃহকর্মীদের নিয়োগকর্তা ও এজেন্সীকে দূতাবাসে ডেকে এনে সমঝোতার ভিত্তিতে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

- জেলে আটক নারী গৃহকর্মীদের জন্য দূতাবাসের পক্ষ থেকে আইনি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।
- নির্যাতিত গৃহকর্মীদের আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মালিক পক্ষের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে যেসব কেস সমাধান করা সম্ভব না হয় তা দূতাবাসের আইনজীবীর মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা আদালতে প্রেরণ করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়।

ড. আহমেদ মুনিরুস সালেহীন, সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত এপ্রিল, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ দূতাবাস, আম্মান, জর্ডান পরিদর্শন করেন। এ সময় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

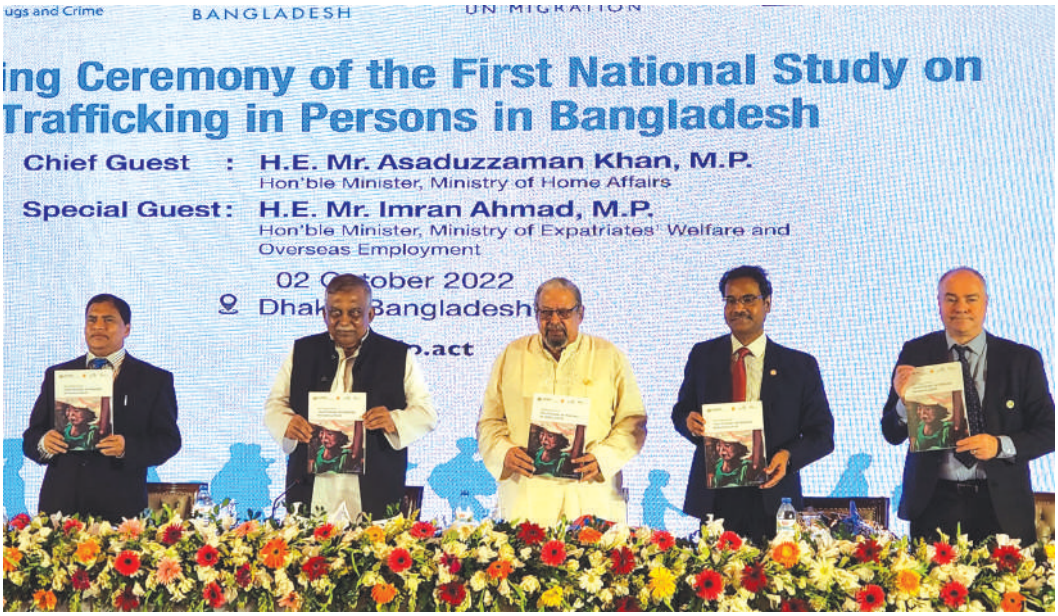

২ অক্টোবর ২০২২ “মানবপাচার বিষয়ক বাংলাদেশের প্রথম গবেষণা প্রতিবেদন” প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এমপি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি।

১৬ মার্চ ২০২৩ এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের (ADB) প্রেসিডেন্ট HE Mr Masatsugu Asakawa প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিকেটিটিসি) পরিদর্শন করেন। এ সময় সিনিয়র অর্থসচিবসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

৫.৪.৩ - সুদানঃ

আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম দেশ সুদান প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত হলো কৃষি। যেখানে দেশটির মোট শ্রমশক্তির ৮০% নিয়োজিত এবং এ খাত থেকে জিডিপির ৩৯% অর্জিত হয়। দেশটির অর্থনৈতি সংস্কার কার্যক্রম মূলত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গবাদি পশু প্রতিপালনের উপর নির্ভরশীল। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী সুদানে প্রায় ৭,৩৫,৮২১ জন আন্তর্জাতিক অভিবাসী রয়েছে যার মধ্যে ৩৫০ জন বাংলাদেশি। তবে বাংলাদেশ থেকে সুদান অভিবাসনের ধারাবাহিক প্রবণতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে দেশটিতে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা প্রায় কয়েক হাজার, যাদের বেশির ভাগই শিল্প কারখানায় কাজ করে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক পরিচলিত ৫৩ টি দেশের উপর সম্পাদিত গবেষণা কর্মে অভিবাসন প্রক্রিয়া স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত "দেশ আকর্ষণীয়তার সূচকমান" এর ভিত্তিতে আশা করা যায় বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জন্য সুদান বেশ সম্ভাবনাময়। দেশটিতে নির্মাণ শ্রমিক, মেশিন অপারেটর, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী ও বাবুর্চির মতো ট্রেডসমূহে দক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি ওয়েল্ডার ও সাধারণ কৃষি শ্রমিকের মতো মাঝারি দক্ষ কর্মীদেরও চাহিদা রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে সুদানে অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে, তা-হলো দেশটির নিয়োগদাতারা বাংলাদেশি অভিবাসীদের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা মূলত সাধারণ শ্রমিক, আধা-দক্ষ শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকের মতো কম বেতনের অদক্ষ কর্মী নিয়োগ প্রদানে আগ্রহী। দক্ষ কর্মী ও পেশাজীবীদের চাহিদা বর্তমানে কম থাকলেও দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে এর চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা যায়।

সুদান গৃহযুদ্ধে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের প্রত্যাবর্তন

এপ্রিল ২০২৩ মাসের মাঝামাঝি সময়ে সুদানে ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। উক্ত গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে বাংলাদেশী কর্মীদের নিরাপদে দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরের প্রাক্কালে সুদানে আটকে পড়া বিপদগ্রস্ত সকল বাংলাদেশীদের দ্রুত প্রত্যাবাসন এর জন্য সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে আটকে পড়া সকল বাংলাদেশীদেরকে সুদানের পোর্ট খার্তুম থেকে পোর্ট জেদ্দায় ফিরিয়ে আনার পর বিশেষ ফ্লাইট যোগে তাদের ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করা হয়।

১৫টি ফ্লাইটে ৩৭ জন মহিলাসহ মোট ৮৯৭ জন প্রবাসী কর্মীকে নিরাপদে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়। প্রত্যাগত প্রত্যেক কর্মীকে প্রাথমিকভাবে বিমানবন্দরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৩,০০০/- টাকা এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) হতে ২,০০০/- টাকা সর্বমোট ৫,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য সুদান প্রত্যাগত কর্মীদেরকে দেশে ফেরত আনার ব্যয় বাবদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে পাঁচ কোটি আটষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশত ষাট টাকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয়েছে।

সুদান প্রত্যাগত ৯২ জন কর্মীকে জীবন বীমা পলিসির আওতায় প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা) করে বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়। সুদান প্রত্যাগত বাংলাদেশী কর্মীদের আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) যে সকল কর্মী দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আগ্রহী তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে বিনা জামানতে ০৩ লক্ষ টাকা, সহজামানতে ০৫ লক্ষ টাকা এবং জামানতসহ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ ঋণ প্রদান করা হবে;

খ) সুদান ফেরত যেসব কর্মী পুনরায় বিদেশ যেতে চান প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসাপেক্ষে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের পছন্দের দেশে গমনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বিশেষ করে সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেল জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্য যেসব দেশে কর্মী পাঠায় সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের নেয়া হবে;

গ) আগ্রহী কর্মীদের বিনামূল্যে দক্ষতা উন্নয়ন / উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ / কাউন্সেলিং প্রদান করা হবে।

৫.৬ রাশিয়া

রাশিয়া আয়তনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র, খনিজ জ্বালানী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, নমিনাল জিডিপি বিবেচনায় বিশ্বের দ্বাদশ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। অভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে দেশটিতে যথেষ্ঠ পরিমাণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে। দেশটিতে উচ্চ-দক্ষ পেশাদার ও উচ্চ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

এছাড়া নির্মাণ, তথ্য প্রযুক্তি, প্রকৌশলী, পরিবহণ, শিক্ষকতা প্রভৃতি পেশাজীবীদের চাহিদা রয়েছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা, কূটনৈতিক মিশন ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতে অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। অনুবাদক, ভাষা শিক্ষক ও শিশু পরিচর্যাকারী হিসেবেও কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

সম্প্রতি জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্র বিস্তার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির পক্ষ থেকে Overseas Labour Market Information system (OLMIS)- এ রাশিয়ার শ্রমবাজারের সর্বশেষ তথ্য প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রম উইং এর প্রথম সচিবকে অনুরোধ করা হয়েছে।। চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশটির অর্থনৈতিক সূচকসমূহে নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনার নিরিখে দেশটিতে শ্রম অভিবাসনের নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

ইতোমধ্যে গত ০৫/০৬/২০২৩ তারিখে ২৪ জন এবং ১৮/০৬/২০২৩ তারিখে ০৮জন দক্ষ কর্মী বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ায় এসে তাদের কর্মস্থলে যোগদান করেছে। এছাড়াও বালাদেশী কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত Special Economic Zone "Alabuga" ও BOESL এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে রাশিয়ার শাখালনী অঞ্চলে নির্মাণখাতে ৪০ জন কর্মী নিয়োগের জন্য এদেশের Ministry of Internal Affairs থেকে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।

৫.৭ তুরস্ক

বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ ইউরো-এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত তুরস্ক। আইএমএফ এর ভাষ্যমতে, এটি উদীয়মান বাজার অর্থনীতির দেশ। দেশটির অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হলো শিল্পখাত, প্রসারমান সেবাখাত এবং ঐতিহ্যবাহী কৃষিখাত যেখানে মোট জনশক্তির ২৫% নিয়োজিত। বস্ত্রশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোটরগাড়ি, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, খনিজ তৈল, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন প্রভৃতির সমন্বয়ে দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। জিডিপির গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো হলো সোনা, মোটরগাড়ি. গহনা, গাড়ির যন্ত্রাংশ, সরবরাহ ট্রাক ইত্যাদি। কৃষিপণ্য, বস্ত্রশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দেশটি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ হওয়ায় এসব খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং বাংলাদেশি অভিবাসীগণ এসব ক্ষেত্রে কর্মী হিসেবে নিয়োগ লাভের সুযোগ নিতে পারেন।

৫.৮ নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগঃ

আলবেনিয়া

রিপাবলিক অব আলবেনিয়া পূর্ব ইউরোপের সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারগুলোর অন্যমত। বিশেষ করে নির্মাণ, সেবাখাত (পর্যটন), শিল্প, কৃষি, খনিজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি উচ্চ-মধ্য আয়ের ক্ষুদ্র আয়তনের (২৮, ৭৮৪ বর্গ কি:মি:) দেশ আলবেনিয়া। ২০২০ সালে দেশটিতে জনসংখ্যা ছিলো ২৮৩৭৭৪৩ জন (বিশ্বব্যাংক-২০২২)। মাথাপিছু জিডিপি ৫৩২৩ মার্কিন ডলার। মোট জমির প্রায় ২৪.৩১% কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। দেশটিতে ৫৬.৭% মুসলিম, ১০% রোমান ক্যাথলিক এবং ৬.৮% অর্থোডক্স জনগোষ্ঠী রয়েছে। ২০২১ সালের Global Innovation Index- এ আলবেনিয়ার অবস্থান ৮৪ তম।

সাবেক কমিউনিষ্ঠ ব্লকের দেশটি দীর্ঘদিন শ্রম উৎপাদনশীলতা, পশ্চিমা দেশসমূহের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক ও কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলো। ধীরে ধীরে বাজার অর্থনীতির সাথে

খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রেক্ষাপটে ২০২১ সালে আলবেনিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া এবং সার্বিয়া একটি একক বাজার ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে যাতে শ্রমের অবাধ প্রবাহমানতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটি “mini Schengen” যা পরবর্তী সময়ে “Open Balkans” নামে একটি প্রাথমিক পর্যায়ের Framework-এর অধীনে গৃহীত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০২৩ সালের মধ্যে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বর্ডার তুলে দেয়া। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দেশটিতে বিদেশীদের সম্পর্কে আলবেনীয় জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক মনোভাব এবং শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।

আলবেনিয়া অভিবাসী কর্মী সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহের অধিকাংশই সফলভাবে অনুসরণ করছে। দেশটিতে অভিবাসী কর্মী বিষয়ে প্রায় পরিপূর্ণ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে।

আলবেনিয়ায় বিদেশী কর্মীগণ প্রধানত শ্রমজীবী কর্মী, আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে। দেশটির অর্থনীতি মূলত কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তৈল, সিমেন্ট, কেমিক্যাল, খনিজ, মৌলিক ধাতব, হাইড্রোপাওয়ার, পর্যটন, টেক্সটাইলস এবং পেট্রোলিয়াম উত্তোলনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

আলবেনিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের এবং Sehengen দেশসমূহের নাগরিকদের আলবেনীয় নাগরিক হিসেবে সমান নাগরিক সুবিধা রয়েছে। আলবেনীয় নাগরিক নন এমন অভিবাসন প্রত্যাশীগণ আলবেনিয়ায় ০৩ মাসের বেশি সময়ের জন্য কাজ করতে চাইলে ‘Work Permit’- এর জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণত অনুমোদন বা নাকচ এর বার্তা পাওয়া যায়। আলবেনিয়ায় ০৪ টি ক্যাটাগরির ওয়ার্ক পারমিট রয়েছেঃ

টাইপ এ- নিয়োগকর্তা এবং কর্মী উভয়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ওয়ার্ক পারমিট

টাইপ বি- স্বাধীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ওয়ার্ক পারমিট।

টাইপ সি- বিশেষ পরিস্থিতিতে (occasional) পরিচালিত কর্মকাণ্ডের জন্য ওয়ার্ক পারমিট।

টাইপ ডি- যোগ্য বিদেশিদের স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য ওয়ার্ক পারমিট।

ভিসা প্রক্রিয়াঃ

আলবেনিয়ায় প্রবেশের ক্ষেত্রে সকল বিদেশীদের জন্য ভিসা এবং সেখানে বসবাসের জন্য রেসিডেন্স পারমিট এর প্রয়োজন হয়। ওয়ার্ক পারমিট পেতে হলে কর্ম প্রত্যাশীকে দেশটির শ্রম ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লেবার অফিস কিংবা জাতীয় শ্রম সেবা অধিদপ্তরে ৬০০০ আলেবেনিয় লেক বা ৪৫ ইউরো জমা দিতে হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির মধ্যে রয়েছে - কর্মী কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন ফরম, নিয়োগকর্তা হিসেবে জাতীয় রেজিস্ট্রেশন সেন্টার এর নিবন্ধন পত্র, আবেদনকারীর কর্মসংস্থান চুক্তি, পাসপোর্টের কপি এবং ০৫ কপি ছবি।

রেসিডেন্স পারমিটঃ

যেসব বিদেশী আলবেনিয়ায় ৯০ দিনের বেশি অবস্থান করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে রেসিডেন্স পারমিট গ্রহণ করতে হয়। সকল রেসিডেন্স পারমিট তিনমাস, ছয়মাস কিংবা একবছর মেয়াদী হয় এবং পাঁচবারের বেশি নবায়ন করা যায় না।

বিএমইটি হতে প্রাপ্ত তথ্যের (২০২২) ভিত্তিতে দেখা যায় যে, মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ১০১৯ জন বাংলাদেশী আলবেনিয়ায় অভিবাসন গ্রহণ করেছেন। আলবেনিয়া গমনেচ্ছু সকল অভিবাসীর জন্য OEMA - ২০১৩ প্রযোজ্য। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ওয়ার্ক পারমিটকে নিরাপদ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক ডিমান্ড লেটার এর সত্যায়ন অত্যন্ত জরুরি।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে আলবেনিয়ার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়নি। তবে ২০২১ সালে একটি খসড়া সমঝোতা স্মারক গ্রীসে অবস্থিত

বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে আলবেনিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, কূটনৈতিক তৎপরতায় বাংলাদেশি অভিবাসন প্রত্যাশীদের জন্য আগামী দিনগুলিতে আলবেনিয়া একটি সম্ভাবনাময় বৈধ ও নিরাপদ শ্রমবাজার হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

গ্রীস

০১ ফেব্রুয়ারী ২০২২ গ্রীসের মাননীয় মাইগ্রেশন এন্ড এসাইলাম মিনিস্টার এবং বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রীসে অবস্থানরত বাংলাদেশি অভিবাসীগণ এবং গ্রীসে কাজ করতে আগ্রহী বাংলাদেশীরাও উপকৃত হবেন। গ্রীসে অবস্থানরত ১৫০০০ হাজার বাংলাদেশি যাদের বৈধতা নেই তাদের বৈধ করা হবে। ০৫ বছর মেয়াদী টেমপেরারি ওয়ার্ক পারমিট দেয়া হবে। আবেদনের জন্য ০৬ মাস সময় দেয়া হবে। আবেদনের সময় বৈধ ট্রাভেল ডকুমেন্ট, বৈধ ওয়ার্ক কনট্রাক্ট বা এমপয়ার্স সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে এবং নির্ধারিত ফি ও ব্যয় বহন করতে হবে।

বাংলাদেশি নাগরিক যারা গ্রীসে অভিবাসন প্রত্যাশী, তাদের জন্য খুলবে অনন্য সম্ভাবনার দুয়ার। প্রতিবছর ৪০০০ কর্মী গ্রীসে টেমপরারি ওয়ার্কার হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। তাদের ০৫ বছর মেয়াদী টেমপরারি ওয়ার্ক পারমিট দেয়া হবে। এই চুক্তির আওতায় প্রাথমিকভাবে সিজনাল ওয়ার্কার নেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে উভয় দেশ চাহিদার ভিত্তিতে আলোচনাক্রমে সেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে।

০৫ বছর মেয়াদের পর কর্মীকে বাংলাদেশে ফেরত আসতেই হবে। তবে তারা আবার গ্রীসে রি-এন্ট্রি করতে পারবে। আবেদনের সময় বৈধ ট্রাভেল ডকুমেন্ট, বৈধ ওয়ার্ক কনট্রাক্ট, অসুস্থতাজনিত ইন্স্যুরেন্স এর প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে এবং নির্ধারিত ফি ও ব্যয় বহন করতে হবে।

গ্রীসে কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার জন্য গ্রীস ও বাংলাদেশ, উভয় দেশই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সময়মতো BEMET ও সারা দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইং- এর মাধ্যমে প্রবাসীদের জন্য সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়াও গ্রীসের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাবে।

রোমানিয়া

ইউরোপের দেশ রোমানিয়ায় বাংলাদেশিদের জন্য নতুন শ্রম বাজার তৈরি হচ্ছে। জেগে উঠেছে জনশক্তি রপ্তানিতে নতুন সম্ভাবনা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন মহোদয়ের রোমানিয়া সফরের সময় বাংলাদেশ থেকে ৪০ হাজার কর্মী নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে দেশটি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ৯২ হাজার বর্গমাইলের দেশটিতে প্রায় ২ কোটি মানুষের বাস। কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, নির্মাণশিল্প,কাঠমিস্ত্রি, ইলেকট্রনিকস, ফুড, জাহাজ নির্মাণ শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে প্রচুর শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে এখন। রোমানিয়া সরকারের জেনারেল ইন্সপেক্টরেট ফর ইমিগ্রেশন (জিআইআই) জানায়, জরুরি অধ্যাদেশ ৯৪ এর আওতায় ১২ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ থেকে ইইউ বাইরে থেকে আগত অভিবাসীদের ওয়ার্ক পারমিট ভিসা এবং 'টিআর' বা টেম্পোরারি রেসিডেন্ট পারমিট প্রদান করা শুরু হয়। শ্রমবাজারে প্রতি বছর কত সংখ্যক বিদেশি শ্রমিক নেয়া হবে সেটি শ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে অনুমোদিত হয়। এটি শ্রম বাজারের গতিশীলতা এবং রোমানিয়ায় শ্রম অভিবাসনের নীতি অনুসারে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের জন্য সর্বমোট ২৫,০০০ শ্রমিকের প্রাথমিক কোটা নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে রোমানিয়ান অর্থনীতি সচলের লক্ষ্যে আগস্ট মাসে আবার নতুন করে ২৫ হাজার বিদেশি কর্মী আসার অনুমোদন দেয়া হয়। জিআইআই সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করে, ৩১ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট তিন হাজার ৩০৩টি ওয়ার্ক পারমিট ভিসা ইস্যু করা হয়েছে যেটি ২০২০ সালে ছিল এক হাজার ৭৮৯টি। এর মধ্যে ২০২১ সালে ৪৭১জন বাংলাদেশি ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় রোমানিয়ায় এসেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ব্রুনাইয়ের সুলতানহাজি হাসানাল বলকিয়াহ মুইজ্জাদ্দিন ওয়াদ্দৌলাহ এর উপস্থিতিতে ১৬ অক্টোবর ২০২২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই দেশের মধ্যে কর্মী প্রেরণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ, এমপি।

৫.৯ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত আইন বিধি-বিধান সাম্প্রতিক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকসমূহঃ

- Revision of the Overseas Employment and Migration Act 2013 (OEMA 2013) is under the process of approval.
- The ‘National Reintegration Policy for Migrants 2022’ has been drafted.
- The Wage Earners’ Welfare Board Rules 2022 has been drafted.
- The National Labour Migration Forum (NLMF), representing all the stakeholders related to migration, are working closely to overcome the challenges of remittance in-flow and migration costto find a way forward in the recent Russia-Ukraine war and post COVID-19 pandemic situation.
- Bangladesh, as Chair of the thematic area working group (TAWG) on fostering ethical recruitment under Colombo Process (CP), is playing a wpro-active role and raising voice.
- As representative of the sending countries, Bangladesh is also contributing to the Abu Dhabi Dialogue (ADD) and Budapest Process.
- Bangladesh is working as member of different TAWGs under Colombo Process (CP) including Remittances and Skills.
- As representative of the sending countries, Bangladesh is also contributing in the Abu Dhabi Dialogue (ADD).
- To protect the migrant workers, Bangladesh is considering to include the intermediaries under the act while revising the OEMA 2013.
- The Government is also working for contributory pension schemes for migrants.
- Bangladesh is working on the Action Plan for implementation of the Expatriates’ Welfare and Overseas Employment Policy 2016. There are

activities to protect migrant workers in every step of migration cycle.

- The ‘National Reintegration Policy for Migrants 2022’ has been drafted.
- The Government has introduced compulsory life and disability insurance for the migrant workers. The area of privilege is expanding under the insurance coverage.
- Classification Rule for recruiting agencies has been adopted in 2020.
- Developed Recruiting Agents Information Management System (RAIMS) apps to analyze the activities of the Recruiting Agents (RAs).
- RAIMS is also the 1st step for classification of the RAs under the Overseas Employment and Migrant (Recruiting Agents Classification) rules 2020.
- Capacity building of Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) officials and migration actorsare going on to ensure an efficient recruitment system.
- Media campaign at national level and information dissemination seminars at grassroot level are going on to aware the aspirant migrant workers.
- The Government is also promoting the ILO’s General Principles and Operational Guidelines on Fair Recruitment.
- National survey on cost of migration is done by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).
- A labour migration module has been embedded in the national quarterly labour force survey to track the migration information and cost of migration.
- A Technical Committee is formed under the MoEWOE to work for lowering the cost of migration.
- Developed Recruiting Agents Information Management System (RAIMS) apps to analyze the activities of recruiting agencies. The cost of migration is discussed in the Joint Working Group Meeting between Bangladesh and Malaysia.
- On 20 Jan 2022, Bangladesh has ratified Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (P029).
- Labor Welfare Wings in different CoDs are continuing regular labour inspection and they have been capacitated through different training programmes.

৫.১০। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক: দ্বি-পাক্ষিক শ্রম চুক্তি এর তালিকা

- Technical Cooperation Agreement with the Government of the state of Kuwait and the People`s Republic of Bangladesh on Manpower.
- Agreement between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples’ Republic of Bangladesh and the state of Qatar concerning the Organization of Bangladesh manpower Employment in the state of Qatar
- Additional protocol to the Agreement between the Ministry of Expatriates’ Welfare and overseas Employment, Government of peoples’ Republic of Bangladesh and the State of Qatar on the Regulation of the Employment of Bangladesh Citizens the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas

Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and Ministry of Manpower the Sultanate of Oman in the field of Manpower

- MoU between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and the Great Socialist Peoples' Libyan Arab jamahiriya in the field of Manpower
- MoU between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of Maldives concerning Placement of Manpower
- MoU between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and the Ministry of Employment and Labour of the Republic of Korea on the Sending of Workers to the Republic of Korea under the Employment Permit system
- MoU between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and the Ministry of Employment and Labour of the Republic of Korea on the Sending of Workers to the Republic of Korea under the Employment Permit system
- MoU between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and the Ministry of Employment and Labour of the Republic of Korea on the Sending of Workers to the Republic of Korea under the Employment Permit system
- MoU between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and the Government of Malaysia on the recruitment of Bangladesh Workers
- MoU between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and Ministry of Labour of Kingdom of Jordan in the field of Manpower
- MoU between the Bureau of Manpower Employment and Training Government of Peoples' Republic of Bangladesh and Hong Kong Home services Association Ltd of Hong Kong on the Recruitment of Domestic Female Helper (Housekeepers) from Bangladesh to Hong Kong
- MoU between Probashi Kalyan Bank and the General Chamber of Hong Kong Manpower Agencies Ltd for the purpose of assisting Bangladesh Domestic Female Workers (Housekeepers) to work in Hong Kong SAR PRC
- Mou between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and the Ministry of Labour and Social affairs of Republic of Iraq for Co-operation in the field of Manpower
- MoU between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples' Republic of Bangladesh and the Government of the United Arab Emirates in the field of manpower

- MoU between the Government of Peoples’ Republic of Bangladesh and the Government of the United Arab Emirates on Domestic Workers
- Agreement on Domestic Service Workers Recruitment between the Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples’ Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Sauid Arabia
- MoU for Technical Internship between Minitry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment, Government of Peoples’ Republic of Bangladesh and IM Jpan
- Agreement for Technical Internship between Bureau of Manpower Employment and Training Government of Peoples’ Republic of Bangladesh and IM Japan
- MoU between the Government of Peoples’ Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Cambodia Concerning the Cooperation in the Field of Labour and Vocational Training.
- MoU Between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Hellenic Republic on Migration and Mobility
- MoU Between the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on the Employment/ Recruitment of Bangladesh Workers.

৫.১১ বিদ্যমান / সংশোধিত / প্রস্তাবিত আইন ও বিধি-বিধানসমূহ

- Overseas Employment and Migrant Act, 2013
- The Wage Earners’ Welfare Board Act, 2018
- The Migration Management Rules, 2017;
- The Overseas Employment and Migrants (Recruiting Agents’ License and Conduct) Rules, 2019;
- The Overseas Employment and Migrants (Recruiting Agents’ Classification) Rules, 2020 were enacted.
- The Expatriates’ Welfare and Overseas Employment Policy, 2016
- Wage Earners’ Welfare Board, Rules, 2023
- Probashi Manual
- Policy on Expenditure on Transportation of Bodies of Irregular, Undocumented, Destitute and Destitute Bangladeshi Migrant Workers, 2022
- Action Plan under Budget of 2020-2021
- Post-Pandemic Strategic Roadmap
- Overseas Employment and Migrant Act, 2013 (Amendment is under process)
- Policy on Health Examination of Bangladeshi Workers Going Abroad, 2022 (Revised)
- Foreign Employment and Immigration (Recruiting Agent Licensing and Conduct) Rules, 2019 (Amended)

Besides Action plan formation for implementation o the agenda set for the Ministry in the 8th Five Year Plan has taken place. The ministry is also working on reintegration and diaspora policy formation.

অধ্যায়

৬

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত শ্রম অভিবাসন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

৬.১ মহামারীর প্রাক্কাল হতেই শ্রমবাজার যেন সংকুচিত না হয় সে জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে এবং বৈদেশিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপঃ

মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজার সংকোচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প শ্রমবাজার অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে কম্বোডিয়া, বসনিয়া, সার্বিয়া, হার্জেগোভিনা, পোল্যান্ড, চীন, রোমানিয়া এ কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সিশেলস, ক্রোয়েশিয়া। এছাড়াও টিম নিয়ে ০৫টি বৈদেশিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে (বোয়েসেল): বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লি: কাজ করে যাচ্ছে।

করোনাত্তোর গন্তব্য দেশসমূহে যেসব পেশার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে, বিশেষ করে কৃষি ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিদেশে প্রেরণের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকল্পে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প শ্রম বাজার অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে কম্বোডিয়া, রুমানিয়া, চীন পোল্যান্ড, সিশেলস ও ক্রোয়েশিয়া-তে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬.২ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

(ক) করোনা মনিটরিং কমিটি গঠন।

(খ) আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা।

(গ) দেশে ও বিদেশে ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

(ঘ) দুস্থ শ্রমিকদের প্রত্যাবাসনে সহায়তা।

(ঙ) প্রত্যাবাসিত কর্মীদের বিমানবন্দর সহায়তা প্রদান।

(চ) প্রত্যাবাসিত শ্রমিকদের পুনঃ একীভূতকরণের জন্য ঋণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিধান।

(ছ) কোভিড-১৯ এর কারণে মারা যাওয়া প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ অনুদান।

(ঝ) মালদ্বীপে খাদ্য সহায়তা প্রদান।

(জ) রিক্রুটিং এজেন্টের নিরাপত্তা ফেরত।

(ঙ) শ্রম বাজার সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ।

(ট) প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনঃপ্রশিক্ষণ।

(ঠ) ফেরত আসা প্রবাসী কর্মীদের জচখ (আগের শিক্ষার স্বীকৃতি) সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(ড)প্রবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টার নির্বাচন।

(ঢ) বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য KSA-তে প্রবাসীকর্মীকে প্রত্যেক কর্মচারী প্রতি ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) ভর্তুকি।

(ণ) কোভিড-১৯ এর কারণে চাকরিচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের এবং শ্রমিকদের যোগ্য পরিবারের সদস্যদের স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে ৭০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

(ত) প্রত্যাবাসিত শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণের জন্য মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর এমপয়মেন্ট (RAISE) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের অধীনে, ২ লক্ষ কর্মীকে আর্থিক প্রণোদনা সহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হবে।

(থ) ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশ থেকে ফিরে আসা ৫ হাজার ৯৭৪ জন শ্রমিককে মোট ২ কোটি ৯৮ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(প) UAE-গামী প্রবাসী কর্মীদের RT-PCR পরীক্ষার ফি বাবদ ১৪.৭৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;

(ফ) করোনার সময় বিদেশে প্রত্যাবর্তনকারী ২৪৬ জন নারী শ্রমিককে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৪৯.২০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩ আর্থিক সংশ্লেষ

ক্রঃমঃ	সেবার ধরন	টাকার পরিমাণ	অর্থের উৎস
০১।	লকডাউন সময়কালে বিদেশ প্রত্যাগত ৫ হাজার ৯ শত ৭৪ জন কর্মীকে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিমান বন্দরে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা প্রদান	২,৯৬,০০,০০০/-	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে
০২।	ঔষধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ	৯,৮৫,২৫,০০০/-	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে
০৩।	করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে “বিনিয়োগ ঋণ” প্রদান	২০০,০০,০০,০০০/-	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে
০৪।	বিদেশ ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান	৫০০,০০,০০,০০০/-	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের অর্থায়নে
০৫।	লেবাননে আটকে পড়া ৯৫ জন কর্মীকে দেশে ফেরত আনয়ণে বিমান ভাড়া প্রদান	২৪,১৮,২২৫/-	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে
০৬।	সৌদি আরবে (রিয়াদ) আটকে পড়া ১৯২ জন নারী প্রবাসী কর্মীকে দেশে ফেরত আনয়ণে বিমান ভাড়া প্রদান	৩৫,৮২,৬০৬/-	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে
০৭।	সৌদি আরবে (জেদ্দা) আটকে পড়া ১৫ জন নারী প্রবাসী কর্মীকে দেশে ফেরত আনয়ণে বিমান ভাড়া প্রদান	১০,৩২,৮৫৬/-	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে
০৮।	ভিয়েতনামে আটকে পড়া ১০৫ জন প্রবাসী কর্মীকে দেশে ফেরত আনয়ণ ও তাদের থাকা-খাওয়ার খরচ প্রদান	৩৫,৮২,৬৬০/- ৫,০০,০০০/-	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে
০৯।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুসারে শুভেচ্ছা সহায়তা হিসেবে মালদ্বীপ সরকাকে ০৯ (নয়) মেট্রিক টন খাদ্যসামগ্রী প্রদান।	৪,২২,৮৭৩/-	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে

অধ্যায়

৭

শ্রম অভিবাসনে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার/ উদ্ভাবনে সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহঃ

(I) সাব-এজেন্টদের আইনী কাঠামোর অন্তর্ভুক্তি:

নিরাপদ অভিবাসনের ক্ষেত্রে মধ্যস্বাত্ত্বভোগী তথা দালালচক্রের দৌরাত্ম একটি অন্যতম সমস্যা। এ প্রেক্ষিতে মধ্যস্বত্ত্ব ভোগী তথা দালালচক্রের দৌরাত্ম্য নিরসনে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ সংশোধনপূর্বক “সাব-এজেন্ট” বা “প্রতিনিধি”- কে সংজ্ঞায়িত করাসহ তাদের নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লিখিত সংশোধনের ফলে পূর্বে যাদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হতো, তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। নিবন্ধিতসাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি ব্যতিত অন্য কেউ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কাজ করতে পারবেন না বিধায় প্রতারণা অনেকাংশে বন্ধ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(II) অভিবাসী কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি/বেতন নির্ধারণ:

বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীরা গন্তব্য দেশসমূহে অনেক সময় স্ট্যান্ডার্ড বেতনের চেয়ে কম বেতনে নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রে একজন কর্মীর যোগ্যতা (দক্ষ, আধা-দক্ষ ও অদক্ষ) অনুযায়ী সংশিষ্ট দেশের স্ট্যান্ডার্ড বেতন কাঠামো অনুযায়ী এবং যেসব দেশে ন্যূনতম বেতন নির্ধারিত নেই, সেইসব দেশের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক একটি দেশভিত্তিক ন্যূনতম বেতন ঠিক করে সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

উক্ত বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিকাঠামো পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত “প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি”-এর অনুষ্ঠিতব্য ২য় সভার এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়টি অনুমোদিত হলে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(III) দেশে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুন:একত্রীকরণ:

বিদেশ থেকে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের যথাযথভাবে পুন:একত্রীকরণ করা এ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে এ মন্ত্রণালয়ের উপর উক্ত দায়িত্বটি অর্পন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক National Reintegration Policy for Migrants, 2023 প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ের রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য ইতোমধ্যে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) শীর্ষক প্রকল্প চলমান আছে।

(IV) অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রকল্পের ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য:

Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE):

Reintegration of Returning Migrants

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড- ১৯ কারণে বিভিন্ন দেশ হতে কাজ হারিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ কর্মী দেশে ফিরে এসেছেন। প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীর অধিকাংশই কর্মহীন এবং অর্থকষ্টসহ সমাজে নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ সকল কর্মীদের সমাজে পুন:একত্রীকরণের (Reintegration) লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক মোট ৪২৭.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে “Recovery and Advancement of

Informal Sector Employment (RAISE)": Reintegration of Returning Migrants শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রত্যাগত কর্মীদের সনাক্ত করে ২ লক্ষ কর্মীকে সমাজে পুন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাউন্সিলিং প্রদানপূর্বক ক্যাশ ইনসেনটিভ (এককলীন নগদ প্রণোদনা) প্রদান করা হবে। এছাড়া, রেফারেলের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা গ্রহণে সহযোগিতা দেওয়া হবে। কর্মীরা যেন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেই স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে পুন:প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য:

বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সমাজে পুন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টেকসই রিইন্টিগ্রেশন মডেল তৈরি করা।

উদ্দেশ্যে:

- প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মনোস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং প্রদান;
- প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান;
- প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেজ তৈরি।

মূল কার্যক্রম:

- অর্থনৈতিক ও মনোসামাজিক পরামর্শ প্রদান;
- রেফারেলের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা;
- আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা;
- RPL এর আওতায় দক্ষতা সনদ প্রদান;
- নির্বাচিত কর্মীদের নগদ প্রণোদনা প্রদান;
- প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের একটি তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেজ তৈরি।

প্রকল্পের আওতায় অভিবাসী অধ্যুষিত ৩০টি জেলায় ওয়েলফেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে সারাদেশে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। উক্ত সেন্টারসমূহের মাধ্যমে প্রত্যাগত কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন করা হবে। ওয়েলফেয়ার সেন্টারসমূহের কাউন্সিলিং পারসোনেলগণ (প্রশিক্ষিত স্টাফ) রেজিস্ট্রেশনভুক্ত কর্মীদের মনোসামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কাউন্সিলিং প্রদান করবেন। উক্ত কাউন্সিলিং প্রদানের পর কর্মীর চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হবে। প্রতি ০৩ মাস পরপর রেফারেল অগ্রগতিও মনিটরিং করা হবে। এছাড়া কাউন্সিলিং সম্পন্নকারী কর্মীদের সরাসরি প্রকল্প হতে জনপ্রতি ১৩৫০০ টাকা করে ০২ লক্ষ কমীকে ২৭০ কোটি টাকা ক্যাশ ইনসেনটিভ (নগদ প্রণোদনা) দেওয়া হবে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রেফারেলকৃত কর্মীদের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

যেসব কর্মী বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জন করেছেন কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এ ধরণের ২৩৫০ কর্মীকে আরপিএল এর আওতায় দক্ষতা সনদ প্রদান করা হবে। উক্ত সনদ প্রাপ্ত কর্মীদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে। প্রকল্পে উপকারভোগী হিসেবে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত কর্মীদের একটি স্মার্ট/বারকোডযুক্ত "রিইন্টিগ্রেশন কার্ড" প্রদান করা হবে। যা তাদের রেফারেল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যাগত কর্মীদের একটি তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরি হবে। এর মাধ্যমে সকল প্রত্যাগত কর্মীদের একটি প্লাটফর্মে আনা সম্ভব হবে। প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সাধারণ মানুষ ঘরে বসেই প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার এর টোল ফ্রি নম্বরে (১৬১৩৫) ফোন করে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE): Reintegration of Returning Migrants

Implementation at field level

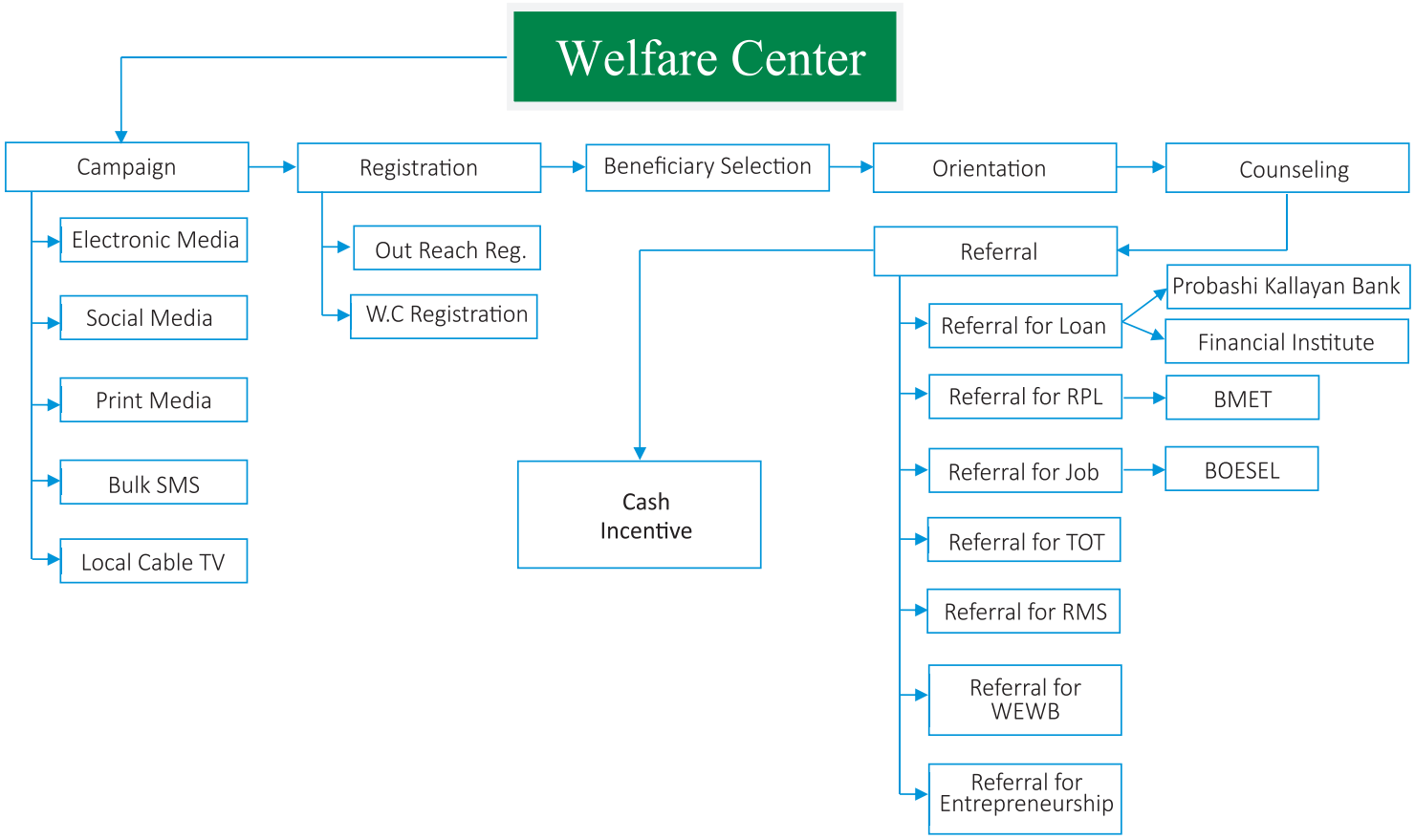

Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE): Reintegration of Returning Migrants

MONITORING & EVALUATION FOLLOW OF PROJECT DPP

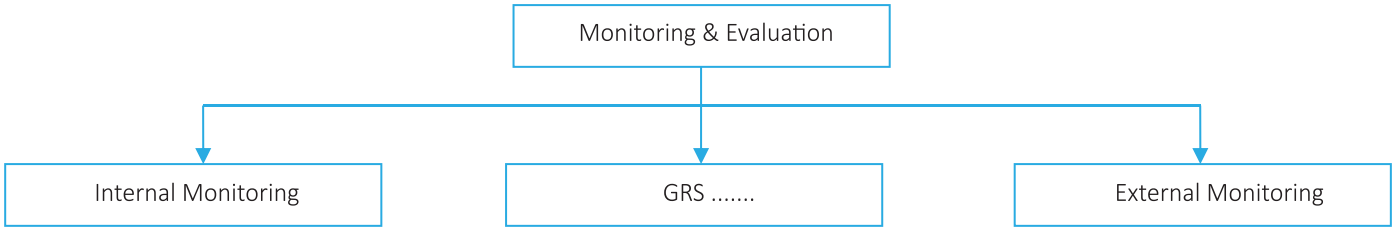

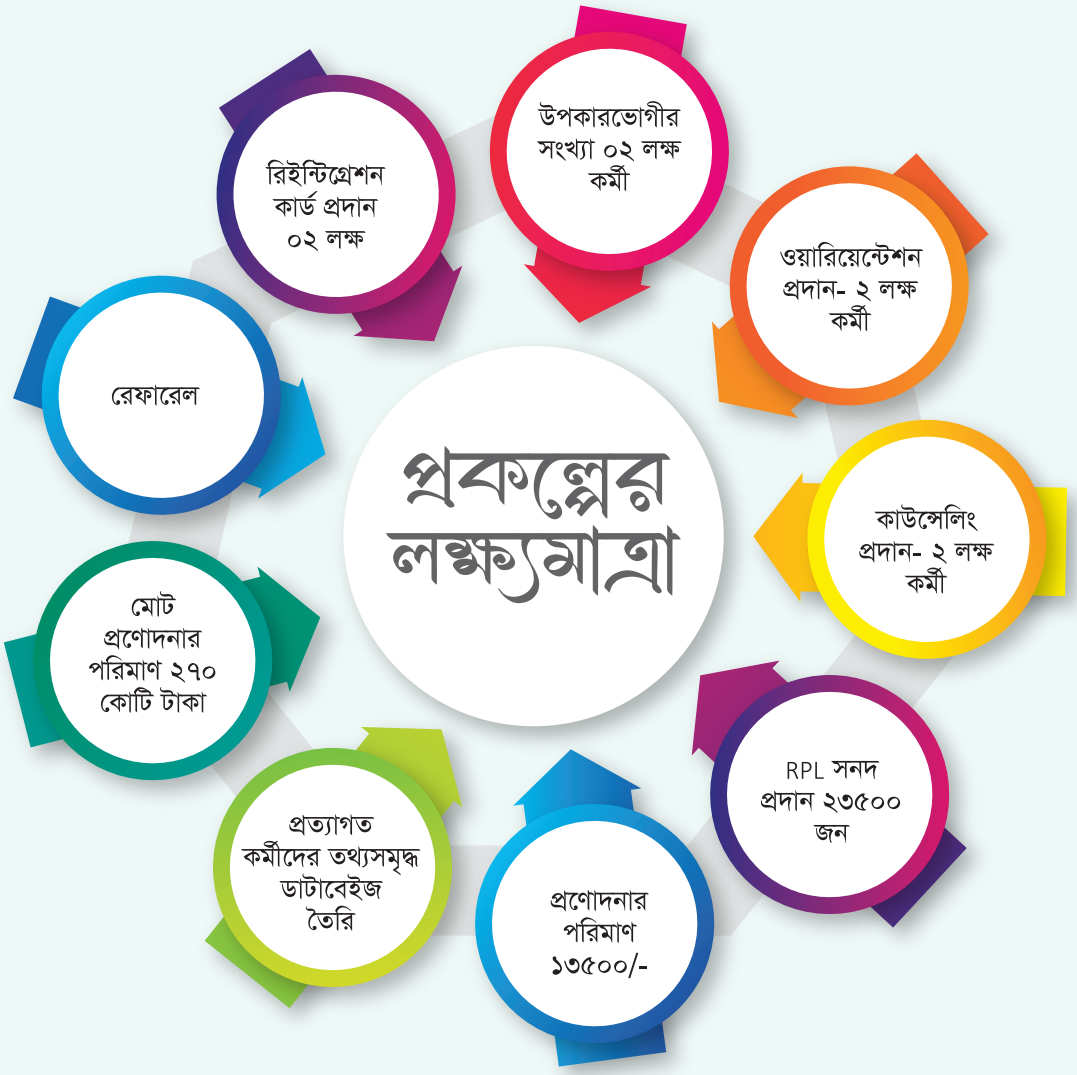
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা
উপকারভোগীর সংখ্যা ০২ লক্ষ কর্মী
ওয়ারিয়েন্টেশন প্রদান- ২ লক্ষ কর্মী
কাউন্সেলিং প্রদান- ২ লক্ষ কর্মী
RPL সনদ প্রদান ২৩৫০০ জন
প্রণোদনার পরিমাণ ১৩৫০০/-
প্রত্যাগত কর্মীদের তথ্যসমৃদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরি
মোট প্রণোদনার পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকা
রেফারেল
রিইন্টিগ্রেশন কার্ড প্রদান ০২ লক্ষ

অধ্যায়

৮

৮.১ শ্রম অভিবাসনে আঞ্চলিক ও বৈশ্বয়িক সংযোগ:

• GCM

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় “Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration (GCM)/ নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসন বিষয়ক বৈশ্বিক চুক্তি”- এর প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মরক্কোর মারাকেশ এ অনুষ্ঠিত UN Global Summit- GCM উপস্থাপিত হয় এবং জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়। GCM এর মোট ২৩টি উদ্দেশ্য রয়েছে। অভিবাসনে সুশাসন নিশ্চিত করার নিমিত্ত উক্ত উদ্দেশ্যেসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ১৭ থেকে ২০ মে ২০২২ তারিখে প্রথমবারের মত GCM কর্তৃক প্রবর্তিত “International Migration Review Forum (IMRF)- অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ফোরামে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম, এমপি এর নেতৃত্বে ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ড. নাশিদ রিজওয়ানা মনির, উপসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যোগদান করেন এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বাংলাদেশে ডেলিগেশন ১৭ মে IMRF- এর চতুর্থ রাউন্ড টেবিলে বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত রাউন্ড টেবিলের মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো GCM pertaining to data, information processions তিনি Global Compact of Migration এবং Sustainable Goals-2030 এর সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার, মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠান, কনসলেট, ইউএন এজেন্সিসমূহের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং কর্মী প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অভিবাসী কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ ও কাতারের যৌথ উদ্যোগে ১৮ মে ২০২২ তারিখ “Beyond the Sponsorship System: Introducing Labor Migration Governance in the Improving Qatar - Bangladesh Migration Corridor” শীর্ষক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম, এমপি ১৯ মে ২০২২ তারিখ “সংকটময় পরিস্থিতিতে আটকেপড়া অভিবাসীসহ অভিবাসীদের অভিবাসন যাত্রার সময় জীবন বাঁচাতে এবং ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা অব্যাবহত রাখতে হবে” শীর্ষক আন্তর্জাতিক অভিবাসন পর্যালোচনা ফোরাম (আইএমআরএফ) সাধরণ বিতর্ক পর্বে ভাষণ প্রদান করেন। কোন পরিস্থিতিতে যাতে অভিবাসী কর্মীদের দেশে ফেরত পাঠানো না হয় সে বিষয়ে ট্রানজিট এবং গন্তব্য দেশ গুলির প্রতি আহবান জানান তিনি। সাধারণ বিতর্ক পর্বটির সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘের নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মান্যবর রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

১৯ মে ২০২২ তারিখ আইএলও কর্তৃক Tracking recruitment costs: scaling up efforts to measure SDG 10.7.1 to monitor SDG and GCM progress’ শীর্ষক একটি অনলাইন পার্শ্ব-আলোচনায় আয়োজন করা হয়।

• **Budapest Process**

গত ২৭-২৮ জুন ২০২২ তারিখ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বুদাপেস্ট প্রসেসের ‘Thematic Meeting on Return and Reintegration’ অনুষ্ঠিত হয়। বুদাপেস্ট প্রসেস এর বর্তমান সভাপতি/Chair এবং সিল্ক রুট রিজিওন ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি/Chair তুরস্ক এবং সহ-সভাপতি/ Co-Chair হাঙ্গেরী।

উল্লিখিত বুদাপেস্ট প্রসেস এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিবাসী প্রেরণকারী দেশ, গ্রহণকারী দেশ এবং মধ্যবর্তী দেশসমূহের মধ্যে ইনক্লুসিভ, অধিকার ভিত্তিক এবং টেকসই প্রত্যাবর্তন ও পুন:একত্রীকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বুদাপেস্ট প্রসেসের জন্য যৌথভাবে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা;

উল্লিখিত সভায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যোগদান করে।

অধ্যায়

৯

শ্রম অভিবাসনের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়ঃ

৯.১ বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৯১ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ০৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)'র এর মাধ্যমে ৫৫টি ট্রেডে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বিপুল জনশক্তি অধ্যুষিত এ দেশে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র বিমোচনসহ "ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড" কাজে লাগাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিএমইটির আওতায় প্রতিটি জেলায় চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে আরো ৪০টি টিটিসি ও চট্রগ্রামে ১ টি আইএমটি স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া আরও ৫০ টি উপজেলায় টিটিসি স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এতে বিপুলসংখ্যক কর্মীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন অভিবাসন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে বিএমইটি'র আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও সনদায়ন ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। আইএমটি ও টিটিসিতে পরিচালিত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, হাউজ কিপিং ও প্রি-ডির্পারচার ওরিয়েনটেশন কোর্সের ভর্তি প্রক্রিয়া অন লাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। ভর্তিচ্ছু প্রশিক্ষণার্থীরা যে কোন স্থান থেকে অনলাইন প্রক্রিয়ায় তাদের পছন্দ অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। প্রশিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে অনলাইনে সনদপত্র গ্রহণ করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮,১৭,৭২৬ জন পুরুষ ও ৩৮,৫৭৯ জন মহিলা সর্বমোট ৮,৫৬,৩০৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ প্রাক বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) এর সনদ প্রদান করা হয়েছে।

৩-৪ মাস মেয়াদী স্বল্পমেয়াদী কোর্স:

বিএমইটি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কোর্সের আওতায় ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত কোর্সের মধ্যে অধিক প্রচলিত শর্টটাম মার্কেট রেসপনসিভ ১৮ টি ট্রেডে (ইলেকট্রিক্যাল, পাম্বিং, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, ওয়েল্ডিং, ইত্যাদি) দক্ষতা ভিত্তিক NTVQF অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান, এ্যাসেসমেন্ট ও BTEB কর্তৃক সনদায়ন করা হচ্ছে।

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ:

দেশে ও বিদেশে দক্ষ ড্রাইভারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দক্ষ ড্রাইভারের চাহিদা পূরণে Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর সহায়তায় ৬১টি টিটিসিতে ৪ মাস মেয়াদী "মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স" কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সচরাচর ব্যবহৃত ইংরেজি ও আরবী ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীরা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে BRTA এর মূল্যায়ণ পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানসহ বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সুযোগ পাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৭,৩৫৮ জনকে BRTA কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। দেশে বিদেশে দক্ষ ড্রাইভারের চাহিদা পূরণে সরকারি (GoB) অর্থায়নে ১,০২,৪০০ জন প্রশিক্ষিত দক্ষ ড্রাইভার

তৈরির লক্ষ্যে "দেশে-বিদেশ কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি টিটিসিতে ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৩৩ জন খকালীন ড্রাইভিং প্রশিক্ষক ও ৬৪ জন স্কীল ওয়ার্কার কর্মরত আছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৯,৩২০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ:

গৃহকর্মী পেশায় সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের গৃহস্থালী কাজের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসহ গন্তব্য দেশের ভাষা, আইন, খাদ্যাভাস, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদানের জন্য ৪৩টি টিটিসিতে ৩০ দিন মেয়াদী বাধ্যতামূলক আবাসিক হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে যথাযথ মূল্যায়ণের মাধ্যমে উত্তীর্ণদের সনদ প্রদান করা হয়। হংকংগামী নারী গৃহকর্মীদের জন্য House keeping & CantoneseLanguage কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত হংকংস্থ এজেন্সির সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও A2i প্রকল্পের উদ্যোগে বিকেটিটিসি, ঢাকায় E-Learning Platform for Migrant Workers নামক Innovation প্রকল্পের আওতায় বিদেশগামী নারী কর্মীদের ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২২,৬২৭ জন নারীকর্মীকে হাউজ কিপিং কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

RPL কার্যক্রম:

দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মস্থলে দীর্ঘদিন সংশিষ্ট পেশায় কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জিত হলেও তাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা সনদ না থাকায় উচ্চতর পদে পদোন্নতি, মজুরীসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ বিএমইটির আওতায় বিভিন্ন টিটিসিতে Recognition of Prior Learning (RPL) এর আওতায় সনদায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পূর্ব দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এর আওতায় ৩৩টি টিটিসিতে এবং আইএলও'র অর্থায়নে ২০ টি টিটিসিতে RPL এর মাধ্যমে স্ব-স্ব পেশায় কর্মীদের সনদায়ন করা হচ্ছে। RPL কর্তৃক সনদায়নের ফলে কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের যোগ্যতার স্বীকৃতি, উচ্চতর পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ৭১৫ জন বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীকে, আইএলও'র অর্থায়নে ৪০০ জন এবং স্ব-অর্থায়নে ৪,৬৫৯ জন কর্মীকে অর্থাৎ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ৫,৮৮৪ জনকে RPL এর আওতায় সনদায়ন করা হয়েছে।

City and Guilds এর আওতায় ৬ মাস মেয়াদী ডিপোমা কোর্স চালুর লক্ষ্যে SEIP এর আর্থিক সহায়তায় ২১ জন প্রশিক্ষককে উচ্চতর লেভেলে ToT প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে City and Guilds সার্টিফাইড মাস্টার ট্রেইনারের মাধ্যমে টিটিসি'র প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে ৭ দিন ব্যাপি প্যাডাগোজি ট্রেনিং ও ৮ দিন ব্যাপি স্কিল ট্রেনিং প্রদান করা হবে। এছাড়া উক্ত ২১ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে নির্বাচিত ১০ জনকে শ্রীলংকায় ৪ দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশন প্রশিক্ষণ:

নির্মাণখাতে হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশন পরিচালনায় দক্ষ কর্মীর দেশে ও বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। উক্ত চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে SEIP এর সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত নির্মাণখাতে ব্যবহৃত হেভি ইকুইপমেন্ট (রোড রোলার, ট্রাক ক্রেন, ফর্ক লিফট) সংগ্রহ, কারিকুলাম প্রস্তুত ও দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া ও নীলফামারী টিটিসিতে ০৩ মাস মেয়াদী হেভী ইকুইপমেন্ট অপারেশন কোর্সে প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় টিটিসিতে ২০০ ঘন্টা ইন-হাউজ ট্রেনিং এবং ১২০ ঘন্টা কন্সট্রাকশন ফিল্ডে এটাচমেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৪০ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

City & Guilds এর আওতায় প্রশিক্ষণ:

আন্তর্জাতিক সনদায়ন সংস্থা City and Guilds, যুক্তরাজ্য এর আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা যথাযথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে City and Guilds কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ৬টি টিটিসিতে City and Guilds এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম	টিটিসির নাম	কোর্সের নাম
১	বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।	ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং, স্ক্যাফোল্ডিং
২	বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।	ব্রিকলেয়িং
৩	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।	হোটেল হাউজকিপিং
৪	বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম।	ইলেকট্রিক্যাল, স্ক্যাফোল্ডিং
৫	রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর	স্ক্যাফোল্ডিং
৬	সিলেট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট	কুকারি/শেফ

হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স:

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরে দক্ষ কর্মী তৈরীর লক্ষ্যে SEIP এর সহযোগিতায় মৌলভীবাজার, পাবনা, চট্টগ্রাম মহিলা ও খুলনা মহিলা টিটিসিতে ৪ মাস (৩৬০ ঘন্টা) মেয়াদী ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন, ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস ও হোটেল হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ০৩ মাস (২৬০ ঘন্টা) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং ১ মাস (১০০ ঘন্টা) বিভিন্ন স্বনামধন্য হোটেলে এটাচমেন্ট হিসেবে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংশিষ্ট অকুপেশনে খণ্ডকালীন দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

KOICA এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রশিক্ষণ:

বিএমইটির দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে Korea International Cooperation Agency (KOICA) কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। KOICA এর আর্থিক সহায়তায় বিএমইটির আওতাধীন বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এছাড়া KOICA এর কারিগরি ও SEIP এর আর্থিক সহায়তায় বিজি টিটিসি ঢাকা, খুলনা টিটিসি এবং সিলেট টিটিসির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া KOICA এরসহায়তায় আইএমটি ও টিটিসির প্রশিক্ষকদের দক্ষতার বিভিন্ন লেভেলে ইলেকট্রিক্যাল, ওয়েল্ডিং, আরএসি, ইএমআই, প্লাম্বিং ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

Jiansu Maritime Institute (JMI) Nanjing, China এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) প্রশিক্ষণার্থীদের মেরিটাইম সেক্টরে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরিতে Jiangsu Maritime Institute (JMI), China এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৭ সালে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoUএর আওতায় বর্তমানে প্রথম ব্যাচে আইএমটির প্রশিক্ষণার্থীদের ২৪ জন সমুদ্রগামী জাহাজে অন জব ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণের প্রস্তুতি পর্যায়ে রয়েছে এবং দ্বিতীয়ব্যাচের ৩১ জন JMI China তে প্রশিক্ষণরত রয়েছে। Jiangsu Maritime

Institute টি STCW I IMO রেগুলেশনে পরিচালিত চীনের একটি স্বনামধন্য মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ: বিএমইটির অধীন বিভিন্ন টিটিসি/আইএমটিতে জাপানিজ, কোরিয়ান, ইংরেজি এবং চায়নিজ (ক্যান্টনিজ/ম্যান্ডারিন) ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তি পর প্রশিক্ষণার্থীরা জাপান, কোরিয়া, চীন, ম্যাকাও, হংকংসহ বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬৮৪ জন জাপানিজ ভাষা, ৩৯৬ জন কোরিয়ান ভাষা, ৩৮৭ জন ইংরেজি ভাষা, ৩৮ জন চাইনিজ ক্যান্টনিজ এবং ১২ জন চাইনিজ ম্যান্ডারিন ভাষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

বিনা অভিবাসন খরচে জাপানে কর্মী প্রেরণ:

(ক) IM Japan এর মাধ্যমে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণ:

২০১৭ সাল থেকে বিএমইটি ও International Manpower Development Organization, Japan (IM Japan) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) এর আওতায় জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন হিসেবে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৩০ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন জাপানে গমন করেছে। এক্ষেত্রে বিএমইটি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৩২টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৬ মাস মেয়াদী জাপানী ভাষা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে ভাষা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের IM Japan এর প্রতিনিধি কর্তৃক ভাষাগত দক্ষতা ও শারিরীক সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রার্থীরা অধিকতর ভাষাগত দক্ষতা, জাপানের খাদ্যাভাস, কৃষ্টি-কালচার ও নিয়ম নীতির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ

বিএমইটি'র অধীনে চলমান ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক নং	চলমান ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম
০১	জাপানিজ ভাষা	৬ মাস	৩২টি	বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি-ঢাকা, বাংলাদেশ- কোরিয়া টিটিসি-চট্টগ্রাম, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি-ঢাকা, আইএমটি- সিরাজগঞ্জ, টিটিসি-খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সাতক্ষীরা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, নীলফামারী, দিনাজপুর, যশোর, মাদারীপুর, নরসিংদী, মাগুরা, মৌলভীবাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, ঝিনাইদহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, মেহেরপুর ও মহিলা টিটিসি, সিলেট।
০২	কোরিয়ান ভাষা	৪ মাস	১৬টি	বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি-চট্টগ্রাম, টিটিসি- রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, নীলফামারি, মাদারীপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জয়পুরহাট, মানিকগঞ্জ, বরগুনা, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, কুমিলা।
০৩	ইংরেজি ভাষা	২ মাস	৮টি	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি-ঢাকা, বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি-ঢাকা, টিটিসি, খুলনা, রংপুর, সিলেট, পাবনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ও মহিলা টিটিসি,-চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং	চলমান ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম
০৪	চাইনিজ ভাষা (ক্যান্টনিজ)	৩ মাস	২টি	টিটিসি-বান্দরবান, খাগড়াছড়ি।
০৫	চাইনিজ ভাষা (ম্যান্ডারিন)	৩ মাস	১টি	টিটিসি-নীলফামারী।

জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মানিকগঞ্জে জাপানী ও টিটিসি'র প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে ও বিএমইটি'র তত্ত্বাবধানে ৬ মাসব্যাপি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন হিসেবে প্রেরণ করা হচ্ছে।

(খ) SSW এর আওতায় জাপানে কর্মী প্রেরণ:

বাংলাদেশী দক্ষ কর্মীদের জাপানে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৪টি পেশায় Specialized Skilled Worker (SSW) প্রেরণের উদ্দেশ্যে জাপানের বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জাপানের জাতীয় পরিকল্পনা এজেন্সি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সহযোগিতা স্মারক (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। দক্ষ কর্মী প্রেরণকারী নবম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাপানের সাথে এ সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। SSW এর আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের ভাষা শিক্ষা ও পেশাভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বিএমইটি ও জাপানস্থ কোম্পানী WHITA Corporation এর মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoU এর আওতায় কেয়ারগিভার অকুপেশনে জাপানে দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে WHITA Corporation কর্তৃক ২০ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিতদের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকায় কেয়ারগিভার অকুপেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

সুবিধাবঞ্চিত, দুঃস্থ ও দরিদ্র কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দরিদ্য বিমোচন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিএমইটি'র আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৩৬২০ জন বেকার ও দরিদ্র যুবক-যুবতিকে বিভিন্ন টিটিসিতে কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রি-ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন:

প্রি-ডিপার্চার ওরয়িন্টেশন এর উদ্দেশ্য:

- কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন প্রস্তুতি সংক্রান্ত তথ্য, বৈধ উপায়ে স্বল্প খরচে বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে ধারণা, বিদেশ গমন প্রক্রিয়ায় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সহযোগিতা এবং যাত্রাপথে বিমানবন্দরে ও বিদেশে পৌছানোর পর করণীয় সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান এবং কর্মক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ সম্পর্কিত তথ্য, বিদেশ হতে বৈধ পথে অর্থ প্রেরণের উপায় ও প্রেরিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগ। বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ ও বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- চুক্তিপত্র অনুযায়ী কর্মীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা যেমন: কর্মঘন্টা, বেতন, ছুটি, ওভারটাইম, যাওয়া আসার বিমান ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হওয়া সম্পর্কে অবহিতকরণ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমণকারী সকল কর্মীদের সঠিক পন্থায় বিদেশ গমন, গন্তব্য দেশের আইন-কানুন, খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্রে করণীয়, সামাজিক রীতিনীতি, বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ, উর্পাজিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সকল আইএমটি ও টিটিসিতে ০৩ দিনের বাধ্যতামূলক প্রি-ডিপার্চার ওরয়িন্টেশন কোর্স পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রি-ডির্পাচার কোর্সের ম্যানুয়াল আপডেট করা হয়েছে। আপডেট ম্যানুয়াল অনুয়ায়ী Competency Based Learning Metirial (CBLM) এবং অডিও-ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কারিকুলাম এছাড়া Employment Permit System (EPS) এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে ০৭ দিন এবং Seychelles এর ক্ষেত্রে ১০ দিনের প্রি-ডিপার্চার ওরিয়েন্টশন পরিচালিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৭,৬৯,৮৬৮ জনকে প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টশন প্রদান করা হয়েছে।

বিএমইটির আওতায় BTEB এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত Competency Standard (CS):

Sl	Occupation	NTVQF Level
1.	Pattern Making & Cutting	Level1&2
2.	Mid-Level Supervisor	Level 3
3.	Computer Aided Design Operation	Level 3
4.	Marine Diesel Engine Artificer	Level 1
5.	Pipe Fitting	Level 1
6.	Duct Fabrication	Level 2
7.	Auto Electricity	Level 1
8.	Programmable logic Controller	Level 3-4
9.	Automotive Mechanics	Level 1-4
10.	Welding	Level 1-4
11.	Graphic Design	Level 2-4
12.	Cooking	Level 1-4
13.	Tailoring & Dress Making	Level 1-4
14.	Machine shop practice	Level 1-4
15.	Refrigeration & Air–conditioning	Level 1-4
16.	Plumbing	Level 1-4
17.	Electrical Installation and Maintenance	Level 1-4
18.	Day Care Services	Level 3-4
19.	Geriatric Care Giving Services	Level 3-4
20.	Sewing Machine Operation	Level 2-4
21.	Catering	Level 2-4
22.	Mechatronics	Level 4-5

এছাড়া ৮ টি পেশায় Competency Based Learning Metirial (CBLM), ৪৪ টি Competency Based Curriculum (CBC) প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

বিএমইটির আওতাধীন বিভিন্ন আইএমটি ও টিটিসির প্রশিক্ষকদের NTVQF এর আওতায় নিম্নবর্ণিত লেভেল অনুযায়ী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে:

বিএমইটির আওতায় BTEB এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত Competency Standard (CS):

SI	NTVQF Level	No. of Instructional Staff
1	NTVQF Level- I	512
2	NTVQF Level- II	152
3	NTVQF Level- III	205
4	NTVQF Level- IV	128
5	NTVQF Level- IV Pedagogy)	349 (Trainer & Assessor)

চতুর্থ শিল্প শিল্পবের আওতায় বিএমইটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

চতুর্থ শিল্প বিপবের প্রভাবে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের চাহিদা অনুযায়ী নতুন পেশায় কারিকুলাম ও মাস্টার ট্রেনার তৈরী এবং চতুর্থ শিল্প বিপব ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ও স্ট্যাটেজি তৈরির বিষয়ে এটুআই-এর মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের টেমাসেক ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল ও সিঙ্গাপুর পলিটেকনিকের সহযোগিতায় একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পাইলট প্রকল্পের আওতায় এগ্রো সেক্টর ভিত্তিক ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালুকরণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, BTEB এর অনুমোদন সাপেক্ষে কারিকুলাম প্রস্তুত ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সৌদি-বাংলাদেশ বায়োমেডিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা:

দেশে বিদেশে Bio-Medical Engineering এর ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে বিএমইটি ও সৌদি আরবস্থ AL MAML Trading Est Company এর সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি বায়োমেডিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় “সৌদি-বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি” (SBIBMET)” স্থাপনের জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ০৩ টি ট্রেডে (বায়োমেডিকেল ইন্সট্রুমেনটেশন, বায়োমেডিকেল ডায়াগনস্টিক ও বায়োমেডিকেল ইমেজিং) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হবে।

পার্টনারশীপ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ:

সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিএমইটি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

- BMET, KOICA ও খ এ ইলেকট্রনিক্স, বাংলাদেশ এর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক সমঝোতার আওতায় বিকে টিটিসি ঢাকা ও চট্টগ্রামে আধুনিক RAC Inverter Lab স্থাপনপূর্বক Inverter Technology তে মোট ৬৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের LG Butterfly, বাংলাদেশ ফ্যাক্টরিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট প্রদানপূর্বক চাকুরীর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এ চুক্তির আওতায় সংশিষ্ট প্রশিক্ষকদের সিঙ্গাপুরে এ্যাডভানস্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে;

- ILO Gi Skills-21 প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা টিটিসিতে ৪৫৫ জন এবং বাগেরহাট আইএমটিতে ২৪৭ জনকে NTVQF অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;

- হংকং এ গৃহকর্মী পেশায় নারী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে হংকংস্থ এজেন্সির মাধ্যমে ক্যান্তোনিজ ভাষাসহ ৭৭ জনকে হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- জার্মানভিত্তিক বেসরকারী সংস্থা GFA ও বিএমইটি'র মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU এর আওতায় ৫টি টিটিসি ও

- ১টি আইএমটিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৪৮০ জন প্রশিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- বিএমইটি এবং সৌদি আরবস্থ কোম্পানী TAKAMOL এর যৌথ উদ্যোগে সৌদি আরবে গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে Testting Centre পরিচালনা ও সনদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- TTC I BRDB এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন টিটিসিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

- বিএমইটি ও TAFE Australia, Queensland যৌথভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সনদায়ন:

আইএমটিতে পরিচালিত ৪ বছর মেয়াদী ডিপোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) এর কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং উত্তীর্ণদের বিটিইবি হতে সনদ প্রদান করা হয়। অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী কোর্সে নির্ধারিত কমপিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিটিইটি'র নির্ধারিত এ্যাসেসর কর্তৃক প্রশিক্ষার্থীদের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ও সনদায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে NTVQF লেভেল অনুযায়ী বিভিন্ন লেভেলে প্রশিক্ষণ প্রদান, মূল্যায়ন ও সনদায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বিএমইটি'র আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন ট্রেডে ভর্তিচ্ছু প্রশিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণরা অনলাইন সার্টিফিকেট গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ফলে হাউজ কিপিং, প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশনসহ অন্যান্য কোর্সের প্রশিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে সহজেই সনদপত্র ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে পারছে।

আইএমটি ও টিটিসির প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান:

ক) বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণ:

ক্রম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
১	২০১৫-১৬	৪,১২,৫৮৫
২	২০১৬-১৭	৭,১৪,২৫০
৩	২০১৭-১৮	৭,৫৭,২৭৮
৪	২০১৮-১৯	৬,২১,০৬২
৫	২০১৯-২০	৩,৯৭,৮২২
৬	২০২০-২১	২,৮৪,৭০২
৭	২০২১-২২	৮,৫৬,৩০৫

খ) কোর্স ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (২০২১-২০২২)

ক্রম	প্রশিক্ষণ ক্যাটাগরি	সর্বমোট
১	**দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ**	
	ক) ডিপোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (মেরিন ও শিপবিল্ডিং টেকনোলজি)	৫৭০
	খ) এসএসসি ভোকেশনাল	১৪,৪২৩
	গ) অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী কোর্স	৩২,০৩৫
	ঘ) SEIP এর অর্থায়নে পরিচালিত কোর্স	১৫,২৬৫
	ঙ) ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স	১,৫১৭
	উপমোট =	**৬৩,৮১০**
২	হাউজকিপিং কোর্স	২২,৬২৭
৩	প্রি-ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন কোর্স	৭,৬৯,৮৬৮
	সর্বমোট =	**৮,৫৬,৩০৫**

২০৪১ সালের উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গৃহীত কাযক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশ মানবসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বিশেষত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অধিকতর বেগবান করার লক্ষ্যে দেশের জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করার জন্য এ মন্ত্রণালয় নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এজন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি হবে, যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারের শ্রম চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রেরিত রেমিটেন্স সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের নিজ মাতৃভূমিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশ প্রত্যাগত বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদেরকে পুনঃএকত্রিকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা সৃষ্টির জন্যও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দু'টি সংস্থা, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক চলতি অর্থ বছরে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দেশের বেকার সমস্যা লাঘবসহ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে বিএমইটি'র আওতায় ০৬টি আইএমটি ও ৯১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৪২ টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত প্রযুক্তি ও অধিক সংখ্যক দক্ষ কর্মী তৈরীতে নতুন নতুন ট্রেড সংযোজনসহ তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে টিটিসি নির্মাণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ৪০টি উপজেলায় টিটিসি স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৪টি উপজেলায় টিটিসি উদ্বোধনসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে আরো অধিক সংখ্যক টিটিসি নির্মাণের লক্ষ্যে ৫০টি উপজেলায়

টিটিসি নির্মাণের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় টিটিসি নির্মাণ করা হবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি ২০১১) এর সেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) গঠন করা হয়েছে। বারো বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়াও জনমিতিক লভ্যাংশের সুফল পুরোপুরিভাবে আহরণের জন্য কর্মশক্তির দক্ষতা বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের জন্য টিভেট কর্মসূচির প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দানের মাধ্যমে কর্মশক্তির দক্ষতা ভিত্তি উন্নয়নের নিমিত্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ এই নীতি সমস্যা সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অর্থনীতির অগ্রযাত্রার সাথে দক্ষ শ্রমবাজারে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চল প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা গঠন সুবিধার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিদ্যমান টিভেট এর প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিএমইটি'র মাধ্যমে বর্তমানে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আওতায় NTVQF লেভেল অনুযায়ী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সার্টিফাইড ট্রেইনার এবং অ্যাসেসর হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের NTVQF লেভেল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগকারী দেশের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী প্রেরণে সৌদি আরবস্থ কোম্পানী TAKAMOL এর মাধ্যমে সৌদিগামী কর্মীদের দক্ষতা যাচাইয়ে টিটিসিতে Skills Verification Program (SVP) এর আওতায় টেস্ট সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

বর্তমানে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সনদায়ন প্রতিষ্ঠান City & Guilds এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। টিটিসি হতে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় Mutual Recognition Agreement (MRA) এর আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে চলমান প্রশিক্ষণে কর্মসংস্থানের চাহিদা বিবেচনায় ৩১টি ট্রেডে NTVQF এর আওতায় Competency Standard (CS) Ges Competency Based Learning Material (CBLM) প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া KOICA এর সহায়তায় বিকেটিটিসি ঢাকা, বিকেটিটিসি চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী টিটিসি'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের আওতায় কর্মসংস্থানের চাহিদা বিবেচনায় কয়েকটি ট্রেড নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে উক্ত ট্রেডসমূহ পরিচালনার জন্য বিকেটিটিসি, চট্টগ্রামে KOICA এর সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রেডসমূহ নিম্নরুপ:

- Video Editing (IT)
- Android Application Development (IT)
- Mechatronics
- Industrial Automation Technician

বিএমইটির কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন এর আওতায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন,

টিটিসিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ভর্তি ও সনদায়ন “আমি প্রবাসী” অ্যাপস এর মাধ্যমে চালু করা হয়েছে এবং এতে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা সহজেই বিএমইটির রেজিস্ট্রেশন, দক্ষতা প্রশিক্ষণে ভর্তি ও সনদায়ন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারছে।

বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থান ভিসায় বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে বিএমইটি হচ্ছে একমাত্র গেইটওয়ে, যার ছাড়পত্র গ্রহণের মাধ্যমে বিদেশ যাওয়া যায়। সুতরাং বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণে কর্মীর তথ্য ডাটাবেজের নিবন্ধন এর সময় “কোন পেশায় দক্ষতা আছে” এবং “কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে” -এ দুটি অপশন সফটওয়ারে সংযোজন করে বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য প্রদান করা হলে সহজেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও ট্রেড ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

বিএমইটিতে একটি Central Training Management System (CTMS) স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা

হয়েছে। CTMS এ বিএমইটির আওতাধীন সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যথা আইএমটি, টিটিসি ও শিক্ষাণবিশ প্রশিক্ষণ দপ্তর সংযুক্ত থাকবে। সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণার্থী ও বৃত্তি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য থাকবে। যে কোন সময়, যে কোন প্রয়োজনে এ সকল তথ্য ব্যবহার করা যাবে এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ:

- নতুন নতুন দেশে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ অনুসন্ধান করতে হহবে।
- দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ বৃদ্ধি করতে হবে।
- কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন প্রশিক্ষণার্থী যেন সনদ না পায় সে বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।
- বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণে কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (পিকেবি)'র সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করতে হবে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক ফেরত অভিবাসীদের জন্য সহজলভ্য ঋণ নিশ্চিত করতে হবে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং বিদেশ গমনে প্রতারক ও দালাল চক্রের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে (ইউসিসি)'র মাধ্যমে বিদেশে চাকুরি প্রার্থীদের নিবন্ধন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নারী কর্মীদের দালালদের বিষয়ে সচেনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান' বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় সভাপতিত্ব করেন (রবিবার, ২ এপ্রিল ২০২৩)।

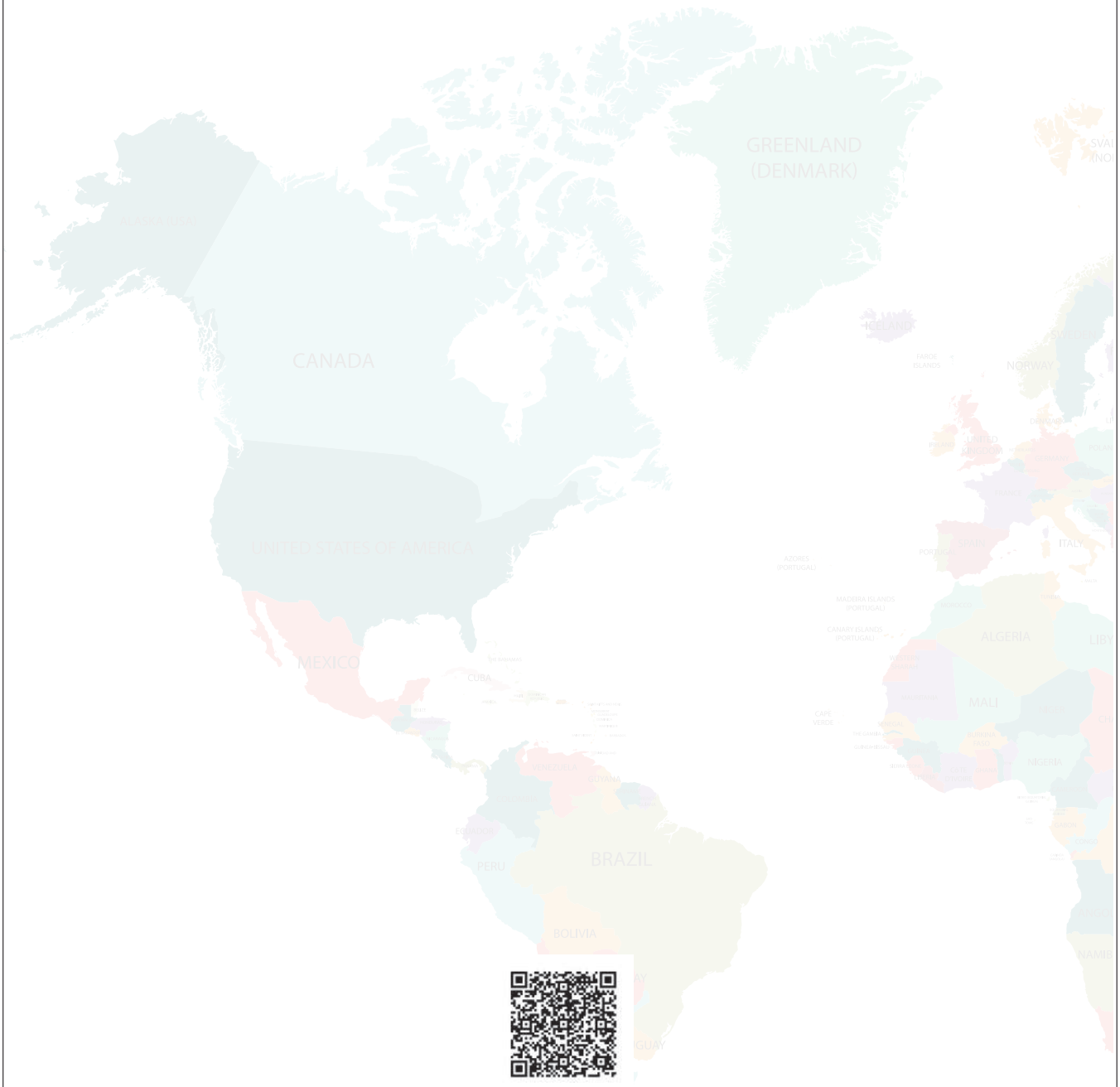

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।

www. probashi.gov.bd